

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া-প্রকাশিত এ পবিত্র ‘শাজরা শরীফ’ সিল্‌সিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়াভুক্ত আমাদের সকল পীর ভাই-বোনের জন্য একটি অত্যাৱশ্যকীয় নির্দেশিকা। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই এর একটি কপি হাতে রাখা এবং এতে প্রদত্ত নির্দেশানুসারে আমল করা অত্যন্ত জরুরী। এ ‘শাজরা শরীফে’ হুযূর ক্বিব্লা নির্দেশিত সিল্‌সিলার (ত্বরীক্বুতের) সবক, খত্‌মে গাউসিয়া, গেয়ারভী ও বারভী শরীফের নিয়মাবলীসহ ক্বোর্‌আন ও হাদিস সমর্থিত অযীফা-দো’য়া সংক্ষেপে বিন্যাস করা হয়েছে। এমন কি কাদেরিয়া ত্বরীক্বার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির তাত্ত্বিক বর্ণনাও বিদ্যমান। পীর ভাই-বোনদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে সাথে হুযূর ক্বিব্লা মাদ্‌জিল্লুহুল্‌ আলী প্রদত্ত সবক্ব যথাযথ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই ত্বরীক্বার সবক্ব বিশুদ্ধভাবে আদায়ের লক্ষ্যে ‘শাজরা শরীফের’ সহায়তা নেওয়া অপরিহার্য। সবক্ব ছাড়াও এতে কাদেরিয়া ত্বরীক্বার অতীব মহামূল্যবান কিছু নিয়মিত কার্যক্রম যেমন-খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ, খত্‌মে গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি আদায়ের নিয়ম ও পঠিতব্য ‘তস্বীহ’সমূহ বাংলা উচ্চারণসহ সুচারুরূপে উল্লিখিত আছে। পীর ভাই-বোনদের উচিত এ পবিত্র শাজরা শরীফ অনুসরণের মাধ্যমে এসব তস্বীহ, ক্বাসিদা শরীফ, শাজরা শরীফ, না’ত শরীফ ও মিলাদ শরীফ ইত্যাদি মুখস্থ করে রাখা, যাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অপরাপর পীর ভাইদের নিয়ে নিজেই উল্লিখিত খত্‌মে গাউসিয়া, গেয়ারভী ও বারভী শরীফসহ মিলাদ শরীফের মতো সিল্‌সিলার নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে পারেন।

আমাদের মাশায়েখ হযরাতের নামে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা, সিল্‌সিলার ‘খানক্বাহ শরীফ’ ও বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে। সকলের উচিত নিকটস্থ এসব মাদ্রাসা ও খানক্বাহ শরীফের খিদমতে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করা। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের ‘জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া’ ও ঢাকা মুহাম্মদপুরের ‘কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া’ এ দেশের শরীয়ত তথা সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। এসব মাদ্রাসার সাথে সার্বিক যোগাযোগ রাখা আমাদের সকলের ঈমানী কর্তব্য। এ মাদ্রাসা দু’টির সাথে ত্বরীক্বুতের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত দু’টি খানক্বাহ শরীফ’ চট্টগ্রাম (ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকা-ই কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া) ও ঢাকা জেলাসহ বিভিন্ন স্থানে রয়েছে আমাদের আরো অনেক খানকাহ শরীফ, যেখানে নিয়মিত গেয়ারভী শরীফ, গাউসিয়া শরীফসহ হযরাতে কেরাম ও বুজুর্গানেদ্বীনের সকল ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল পবিত্র বরকতময় অনুষ্ঠানে শারীরিক, আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতা

করা আপনার আমার ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

উল্লেখ্য, গাউসে জামান হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ, ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উনার মোবারক মহব্বত নামায় (চিঠি) আলমগীর খানকাহ শরীফ সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন- “ইয়ে খানকাহ আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তায়া’লা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত ও কুর্ব্ব হাছেল করনেকে আডেড হেঁ, আউর আউলিয়ায়ে কেরাম রাহমাতুল্লাহে আলাইহিম আজমাসিনকে **Address** ও **Center** হেঁ । জিন্ জিন্ ভাইয়ানে উছেমে হিচ্ছা লিয়া হয়, কোশিশ্কি হয়, রক্বম দিয়া হয়, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তায়া’লা কবুল ফরমায়ে । ইয়ে ছাদকায়ে জারিয়া তা কিয়ামত রহেগা ইনশাআল্লাহ্ ।”

বস্তুত কাদেরিয়া ত্বরীক্বার পীর ভাই-বোন ‘শাজরা শরীফ’ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর পূর্ণাঙ্গ অবগত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এ প্রকাশনা ।

পীর ভাই-বোনদের জন্য অতি আনন্দের বিষয় যে, শাজরা শরীফের এবারের সংশোধিত সংস্করণটি শুভাকাজক্ষীদের পরামর্শ অনুসারে আরো নতুন আঙ্গিকে বর্ণাঢ্য কলেবরে ও সুন্দর সজ্জায় বিন্যাস করা হয়েছে । সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো ‘কাদেরিয়া সিল্‌সিলার পীর মাশায়েখ পরিচিতি’ নামে সংযোজিত নতুন অধ্যায়টি, এতে সংক্ষেপে আমাদের হুযূর ক্বিব্বলার জীবনাদর্শ পরিস্ফুটিত হয়েছে । পীর ভাই-বোনেরা এ শাজরা শরীফের প্রত্যেকটি অধ্যায় নিয়মিত পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করে শরীয়ত-ত্বরীক্বতের কাজে আত্মনিয়োগ করলে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে । আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাশায়েখে কেরামের নেক নজর লাভের তৌফিক দিন ।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

সেক্রেটারি জেনারেল

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া'র পীর-মাশায়েখ পরিচিতি

শাহেন শাহে বাগদাদ গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রবর্তিত ত্বরীক্বার নামই সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া। এ পৃথিবীতে পূর্বাপর সকল অলি আল্লাহর উপর গাউসে পাক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। গাউসুল আ'জম জিলানী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বয়ং তাঁর ক্বসীদায়ে গাউসিয়ায় বলেন, “ওয়া কুল্লু অলিয়্যিন্ আলা ক্বদামিওঁ ওয়া ইন্নী, আলা ক্বদামিন্ নবী বাদ্রিল্ কামালী” অর্থাৎ, সকল অলি আল্লাহর কাঁধের উপর আমার ক্বদম্ আর আমার কাঁধের উপর পূর্ণচন্দ্র নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বদম্ মোবারক। গাউসে পাক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-র ঘোষণাকে সে সময়ের সকল আউলিয়ায়ে কেরাম শ্রদ্ধাভরে নতশিরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন। এমন অলিকুল সম্রাট প্রবর্তিত এ সিলসিলাহুও সঙ্গত কারণে এক শ্রেষ্ঠ ত্বরীক্বা নিঃসন্দেহে। এ ত্বরীক্বা বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঈমানদার মুসলমানদের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করেছে- গাউসে পাক রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-র খলিফা বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি পরম্পরায়। এভাবে এ মহান ত্বরীক্বার একটি ধারা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, হরিপুর জেলার চৌহর্ শরীফ ও সিরিকোট শরীফ হয়ে আমাদের এ দেশ পর্যন্ত এসে পৌঁছে। একেই আমরা ‘সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া’ বলে অভিহিত করছি। চৌহর্ শরীফের গাউসে দাওঁরা খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং সিরিকোট শরীফের গাউসে জামান হযরতুল্ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হলেন সৌভাগ্যবান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যাঁরা গাউসুল আ'জম আবদুল ক্বাদের জিলানী রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ত্বরীক্বার মহান প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর এ মহান রহমতের স্রোতে এ উপমহাদেশের মানুষকেও সিক্ত করেছেন। হযরত খাজা আবদুর রহমান

চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ছিলেন খ্যাতিমান বুয়ুর্গ যিনি মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা গাউসে জামান হযরত ফকির খিজিরী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এবং তাঁর পীর ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার মহান খলিফা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ এয়াকুব রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র ফুয়ূজাত ও খেলাফত হাসিল করে শরীয়ত-ত্বরীক্বতের এক বেমেসাল খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। কৈশোরের প্রথম জীবনে শুধু কোরআন শরীফের তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন না করেও খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হিই ওই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী, অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যিনি ৩০ পারা কোরআনে করীম ও ৩০ পারা হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের পর- তৃতীয় একটি ৩০ পারা বিশাল দরুদ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম “মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম”। প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট সর্বমোট ১৪৪০ পৃষ্ঠার এ বিশাল দরুদ গ্রন্থে কোরআনে করীমের মতো সর্বমোট ৬,৬৬৬ টি দরুদ শরীফ সন্নিবেশ করা হয়েছে। যে দরুদগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি কোরআন, হাদীস, উসূল, ফিক্বাহ, তাসাউফ ও আক্বিদার আলোকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবনদর্শন ও মর্যাদা অত্যন্ত উন্নত আরবী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া প্রতিটি পারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর সুন্দর সমাহার। এটা এক উম্মী অলি খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি-এর অসংখ্য কারামতের একটি। আর এ মহান অলিআল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন গাউসে জামান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি আল-ক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি।

হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ছিলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। তাঁর বংশ শাজরা অনুসারে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম, হযরত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হাকে দ্বিতীয়, হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হাকে তৃতীয় এবং ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হাকে চতুর্থ ধরে ২৫ তম স্তরে হযরত সৈয়্যদ গফুর শাহ ওরফে কাপুর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ও ৩৯তম স্তরে হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি-এর নাম পাওয়া যায়। নবী

বংশের অন্যান্য সদস্য তথা আহ্লে বায়তের মতো তাঁর পূর্বপুরুষ ২৫তম আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত গফুর শাহ্ ওরফে কাপুর শাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিই সর্বপ্রথম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বর্তমান সিরিকোট অঞ্চলে আসেন এবং বিজয়ী হন। এজন্য তাঁকে ফাতেহ সিরিকোট বা সিরিকোট বিজয়ী বলা হয়।

(সূত্রঃ Local Govt. Act, Ref- 15, Hazra 1871, Pakistan)

এভাবে সিরিকোট শরীফে বসবাসকারী আহ্লে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৩৮তম বুজুর্গ হযরত সৈয়্যদ সদর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর ঔরসেই ঊনবিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে জন্মগ্রহণ করেন গাউসে জামান, পেশোয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল্ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। অতি অল্প বয়সে কোরআনে হাফেজ হয়ে তিনি ক্বোরআন-হাদীস ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর সুদূর আফ্রিকা সফর করেন। সেখানে অতি অল্প সময়েই তিনি ব্যবসা ও ইসলাম প্রচারে খ্যাতি লাভ করেন। তৎকালীন পাক্ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি 'আফ্রিকাওয়ালা' নামেও খ্যাত ছিলেন। ব্যবসার চেয়েও তিনি আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে বিরাট অবদান রাখেন। তৎকালীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে হুজুর ক্বিবলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটে। তাঁর হাতে সেখানকার অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এসময় পারস্য (ইরান) থেকেও একদল ধর্ম প্রচারক দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন যারা সেখানে দ্রাবিড় মতবাদ (শিয়া) প্রচারের চেষ্টা চালায়। অবশ্য, হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে শিয়ারা ব্যর্থ হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সুন্নি মতাদর্শ ও হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে।

(সূত্রঃ A short History of Muslims in south Africa, By-Dr. Ibrahim M. Mahdi)

উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, ভারতীয় ব্যবসায়ী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ পেশোয়ারীর (সিরিকোটি) অক্লান্ত পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন বন্দরে আফ্রিকার নব দীক্ষিত মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম প্রার্থনা গৃহ-জামে মসজিদ নির্মিত হয় ১৯১১ সালে।

(সূত্রঃ A short History of Muslims in south Africa, By-Dr. Ibrahim M. Mahdi)

এরপর ১৯১২ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর পীর খাজা চৌহরভীর দরবারে শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের এক বে-মেসাল খিদমত আনজাম দেন। পীরের লঙ্গরখানার জন্য লাকড়ির সমস্যা দেখা দেওয়ায় হযরত সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি সিরিকোটের পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে প্রায় ১১ মাইল দূরের চৌহর শরীফে নিজ কাঁধে করে দিয়ে আসতেন। এভাবে কোন বিরতি ছাড়া বহু বছর এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করেন। একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, আলেম, হাফেজ, ক্বারী, অধিকস্তু নবী বংশের মর্যাদা সবকিছু ভুলে তিনি নিজের আমিত্ব বিনাশের এ কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজ মুরশিদের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্ভ্রষ্টি অর্জন করেন এবং ত্বরীক্বতের আসল পুরস্কার বেলায়ত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন।

খাজা চৌহরভী হযরত সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র ওফাতের তিন বৎসর পূর্বে ১৯২০ সালে হযরত সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি পীরের নির্দেশে বার্মার (মায়ানমার) রেঙ্গুন শহরে চলে আসেন এবং দু’যুগের বেশি অবস্থান করে শরীয়ত-ত্বরীক্বতের বিশাল দায়িত্ব পালন করেন। রেঙ্গুনে তিনি বিশেষত বিখ্যাত বাঙালী মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে মসজিদের অনেক মুসল্লি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেন এবং ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ শুরু করেন। এ থেকে শুরু হয় তাঁর খেদমতে খল্কেবর জীবনধারা। শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের পথ নির্দেশনায় কামালিয়াত ও মা‘রিফাতের পবিত্র আলোকধারায় বুলন্দ(উঁচু) স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অসংখ্য স্থানীয় মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং স্থানীয় ও প্রবাসী মুসলমানদের কাদেরিয়া ত্বরীক্বায় বাইয়াত করান। চট্টগ্রামে সংবাদপত্র শিল্পের পথিক্ৎ, ‘দৈনিক আজাদী’ প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারসহ অনেক চট্টগ্রামবাসী এ সময় তাঁর (সিরিকোট) হাতে মুরিদ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সিরিকোট (রঃ) তদানীন্তন রেঙ্গুন হতে সিরিকোট এবং সিরিকোট হতে রেঙ্গুন যাতায়াত করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে ডিসেম্বর ১৯৪১ ইংরেজি চট্টগ্রামের মুরিদদের সাথে চিরতরে বার্মা (মায়ানমার) ত্যাগ করে চলে আসেন এবং সিরিকোট শরীফ-বাড়িতে অবস্থান করেন। বার্মা ফেরত তাঁর চট্টগ্রামবাসী মুরিদদের অনুরোধে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম আসেন এবং আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার

সাহেবের কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের উপর তলায় অবস্থান করে সিল্‌সিলার কাজ শুরু করেন। তারপর হতে প্রতি বৎসরই ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত শীতকালে তিনি চট্টগ্রামে আসতেন। মাসাধিককাল অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন গ্রাম-খানার ভাই-বোনদের একান্ত আন্তরিক আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জায়গায় সফর করে হক্ক সিল্‌সিলার প্রচার-প্রসার ও সিল্‌সিলাভুক্ত করে তাদের দোজাহানের কামিয়াবীর পথ নির্দেশনা দিতেন। আন্দরকিল্লায় তিনি কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের দোতলা থেকে সিল্‌সিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া ও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল্ জামাতের প্রচার-প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র আগমন সংবাদ চট্টগ্রামে দারুন উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং লক্ষাধিক মানুষ তাঁর হাতে মুরিদ হয়ে ধন্য হন। হুজুর ক্বিব্লা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৯২৫ সালে বার্মার রেঙ্গুনে অবস্থানকালে মায্‌হাব ও মিল্লাতের কর্মকাণ্ড পরিচালনার্থে আনজুমান-এ-শুরায়ে রহমানিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম এসে এ সংগঠনকে পরিবর্ধিত করে আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া নামে নামকরণ করেন। যা আজ শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে সুন্নী মুসলমানদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য দ্বীনি কল্যাণ ট্রাস্ট হিসেবে স্বীকৃত। এ সময় তিনি নিয়মিত ঢাকা হয়েই চট্টগ্রাম আসতেন এবং ঢাকায়ও কিছুদিন অবস্থান করে কাদেরিয়া ত্বরীক্বার দায়িত্ব পালন করতেন। ঢাকার কায়েটুলীস্থ খান্‌ক্বাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এখনো তাঁর সে সময়ের স্মৃতি বহন করছে। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে হুজুর ক্বিব্লা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওয়াজ মাহফিলেও অংশ গ্রহণ করতেন। এরূপ ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা এজহার সাহেবের উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াতে তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখীল নামক গ্রাম সফর করেন। মাহফিলে হুজুর ক্বিব্লা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তক্বরীরের প্রারম্ভে কোরআনে করীমের আয়াত ইন্নালাহা ওয়া মালাইকাতাহ্‌ ইউসালামু আলান্‌ নবী ইয়া আইয়্যুহাল্‌ লায়ীনা আ-মানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাস্‌লীমা-পাঠ করেন এ উদ্দেশ্যে যে, সমবেত শ্রোতাগণ নবীজির উপর দরুদ-সালাম পড়বেন। কিন্তু দেখা গেল ঘটনা বিপরীত। সমবেত কেউ দরুদ পড়লোনা। আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর ক্বিব্লা সে ঘটনায় এতো বেশী মর্মান্বিত ও রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি সে রাতে এবং পরদিন পর্যন্ত কোন পানাহার

করেননি। চট্টগ্রাম এসেই পীরভাইদের ডাকলেন এবং দ্বীনের এ দুশমনদের বিরুদ্ধে আদর্শিক প্রতিরোধের আহবান করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, “ইহা এক মাদ্রাসা হোনা চাহিয়ে।” অর্থাৎ এখানে একটি মাদ্রাসা হওয়া প্রয়োজন। কেমন পরিবেশে মাদ্রাসা হবে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন- “এয়সা জাগাহ্ হো, গাঁও ভী নেহী, শহরছে দূর ভী নেহী, মসজিদ হো; তালাব হো, আ-নে যা-নে মৈ তাকলীফ না হো” অর্থাৎ এমন জায়গা হবে গ্রামও নয় শহর থেকে দূরেও নয়, মসজিদ হবে, পুকুর হবে, আসা-যাওয়ায় কষ্ট হবেনা।” তৎকালীন পীরভাইয়েরা কুতুবুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র পছন্দ অনুযায়ী চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বেশ কিছু জায়গা হুজুর কেবলাকে দেখান। অবশেষে শাহেনশাহে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলাইহি’কে মরহুম আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম সওদাগর আলক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ষোলশহরস্থ নাজিরপাড়ায় বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (মাদ্রাসা)’র স্থানটি দেখান। কুতুবুল আউলিয়া জায়গাটি দেখার সাথে সাথে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে বলেন- ‘হাঁ, ইয়েহি হ্যায়’ অর্থাৎ হ্যাঁ এটিই। হুজুরের এই অভিব্যক্তি দেখে উপস্থিত মুরিদগণ বুঝতে পারলেন, এ জায়গাটিই হুজুর কেবলার পরম কাঙ্ক্ষিত। উল্লেখ্য, জায়গাটির মালিক ছিলেন- কমিশনার মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন চৌধুরীর পিতা মরহুম হযরত উদ্দীন চৌধুরী। তিনি খুশী মনে জায়গা দেয়ার জন্য রাজী হলেন।

১৯৫৪ সালের এক শুভক্ষণে সে নির্ধারিত স্থানটিতে এশিয়া খ্যাত সুন্নী মতাদর্শের দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যা আজো দুশমনে রাসূলদের বিরুদ্ধে আদর্শিক মোকাবেলায় কালজয়ী ভূমিকা পালন করছে।

হুজুর ক্বিব্লা রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি ঘোষণা করেন যে, “ইয়ে জামেয়া কিস্তিয়ে নূহ্ হ্যায়” অর্থাৎ- এই জামেয়া হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম এর কিস্তি তুল্য। নিজ মুরিদদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, “মুঝেহ্ দেখনা হ্যায় তো মাদ্রাসা কো দেখো, মুঝছে মুহাব্বত্ হ্যায় তো মাদ্রাসাকো মুহাব্বত্ করো” অর্থাৎ আমাকে দেখতে চাও তো মাদ্রাসা (জামেয়া)কে দেখ, আমার প্রতি মুহাব্বত থাকলে মাদ্রাসাকে মুহাব্বত কর। হুজুর ক্বিব্লা রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি’র প্রেমিক ভক্তরা এ নির্দেশ যথাযথ পালন করছেন। কাজে জামেয়ার প্রতি মুহাব্বত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা

আলায়হি এর প্রতি মুহাব্বতের নামান্তর- এটি আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ।

আজ হুজুর ক্বিবলার ভক্ত মুরিদ ও আমাদের বর্তমান পীর ভাই বোনেরা জামেয়ার জন্য মান্নাত করে যে নগদ ফায়দা হাসিল করছে তা যেনো সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর মুহাব্বতেরই পুরস্কার । চট্টগ্রামের জামেয়া ছাড়াও তিনি তাঁর পীর খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের হরিপুর দারুল উলুম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন । হুজুর ক্বিবলা সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আসা যাওয়া করেন । ইতোমধ্যে ১৯৪৫ সালে এবং ১৯৫৮ সালে তিনি জাহাজযোগে হজে যান । উল্লেখ্য ১৯৪৫ সনে হজের সময় মদীনা মুনাওয়ারার তৎকালীন খাদেম মাওলানা সৈয়দ মনজুর আহমদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন ।

এ সময় শাহেনশাহে দো-আলম হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এক রহস্যময় বাতেনী নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, তিনি যেন পরবর্তী হজে আসার সময় তাঁর বড় নাতি সাহেবজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ মাদ্জিলুহুল আলী'কে সাথে করে মদীনায়ে পাক নিয়ে আসেন এবং রাহমাতুল্লীল আলামীনের মোলাক্কাত করান । ১৯৫৮ সালেই তাঁর জীবনের সেই সুযোগটি আসে এবং হযরত তাহের শাহ 'মাদ্জিলুহুল আলী কে সাথে নিয়ে হজে বাইতুল্লাহ ও জেয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সম্পন্ন করেন । এ সময় ময়দানে আরাফাতে ৯ যিল্হজ্ব হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর জ্যেষ্ঠ নাতি তরুণ হাজ্বী তাহের শাহ (মা.জি.আ.) কে নিজ হাতে বায়াত করিয়ে সিল্‌সিলাভুক্ত করেন এবং ছরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সোপর্দ করেন । তাঁর অসংখ্য কারামত ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঘটনাবলী যা আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, রেঙ্গুন, বাংলাদেশ ও মক্কা-মদীনা শরীফে সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ দেয়া এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয় । একবাক্যে শুধু এটাই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন আউলিয়া সম্রাট তথা গাউসে জামান পদে আসীন । ইমামে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে

বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি তাঁর ‘দীওয়ানে আজীজ’ গ্রন্থে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি সম্পর্কে বলেন, “দর্ জমানশ্ নবী নম্ মিস্লে ও পীরে মঁগা” অর্থাৎ ওই জামানায় তাঁর (সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি) তুলনা হয় এমন উঁচু স্তরের পীর আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি।

(সূত্র: দীওয়ানে আজীজ, কৃত: আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রা.) হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।)

১৩৮০ হিজরির (১৯৬১ ইংরেজি) ১০ যিলক্বদ, বৃহস্পতিবার হুজূর ক্বিব্লা শাহেনশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি তাঁর শতোর্ধ্ব বছরের ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

শাহেন শাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর একমাত্র সাহেবজাদা মাতৃগর্ভের অলি গাউসে জামান হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ১৯১৬ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক দরবার সিরিকোট শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পূর্বে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এবং সৈয়দ বংশীয় বুজুর্গ আম্মাজান চৌহর্ শরীফে খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র সান্নিধ্যে গেলে তিনি (চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি) হঠাৎ করে হুজুরের শাহাদাত আঙ্গুলি ধরে নিজ (চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর) পিঠে ঘর্ষণ করতে করতে বলেন, “ইয়ে পাক্ চীজ্ তুম্‌নে লে লো” অর্থাৎ- এ পবিত্র জিনিসটি তুমি নিয়ে নাও। উল্লেখ্য, সিরিকোট হুজুরের উক্ত সাহেবজাদা এরপরই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম রাখা হয় ‘তৈয়্যব্’। যার উর্দু অর্থ হয় ‘পাক্’ বাংলা অর্থ -‘পবিত্র’। সুতরাং ওই ঘটনা ছিল খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি কর্তৃক সিরিকোট হুজুরের ঘরে এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গাউসে জামান তৈয়্যব্ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র জন্মের সুসংবাদ। জন্মের পর থেকেই শিশু তৈয়্যব্ শাহ্’র মধ্যে নানা রকমের আধ্যাত্মিক আচরণ দেখা যায়।

একবার দু’বছরের শিশু তৈয়্যব্ শাহ্ তাঁর শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের সাথে চৌহর শরীফ যান। চৌহরভী হুজুরের সাথে আলাপ চলছে এমন সময় শিশুসুলভ আচরণ হিসেবে তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করতে উদ্যত হন। এ ঘটনা খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন, “তৈয়্যব্ তুম্ বড়া হো গেয়া, দুধ মাত্ পিউ।” অর্থাৎ- ‘তৈয়্যব্’ তুমি বড় হয়ে

গেছো এখন থেকে আর দুধ পান করবে না । এ উক্তি শুনা মাত্রই শিশু তৈয়্যব শাহ্ শান্ত হয়ে যান এবং সেদিন থেকে আর কোন দিন দুধ পান করেননি । এমন কি তাঁর আম্মাজান অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে দুধ পান করাতে ব্যর্থ হন । বরং এ সম্ভাবনাময় শিশুটি তাঁর আম্মাকে জবাব দিতেন, “বাজী-নে মানা’ কিয়া, দুধ নেহী পিয়োগা” অর্থাৎ- দুধ খাবোনা কারণ বাজী (চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি) নিষেধ করেছেন । হুজুর কিব্বলা রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি মাত্র চার বছর বয়সে পিতা সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি কে বলেছিলেন, “বাজী নামাজ মে আপ্ আল্লাহকো দেখ্তা হ্যায়, মুঝেহ্ ভি দেখ্না হ্যায় ।” মাত্র সাত বছর বয়সে পিতার সাথে আজমীর শরীফ জেয়ারতের সময় খোদ্ খাজা গরীবে নেওয়ায় মঈনুদ্দীন চিশ্তী(রাঃ)’র সাথে তাঁর জাহেরী মোলাক্কাত ও কথোপকথন হয় । সুতরাং মাতৃগর্ভের এ অলী শৈশব থেকেই এক আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাময় আচরণ করে আসছিলেন । অল্প বয়সে হেফ্জ শেষ করেন । এরপর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন করেন প্রখ্যাত হরিপুর রহমানিয়া মাদরাসা থেকে । কালক্রমে হুজুর কিব্বলা (রাঃ) শরীয়ত-ত্বরীক্বতের সুযোগ্য নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী অর্জন করেন ।

১৯৫৮ সাল ছিলো তাঁর পিতা সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি এর এদেশে আখেরি সফর । এ বছরও হুজুর কিব্বলা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি চট্টগ্রামে আসেন । এ সফরেই চট্টগ্রামের রেয়াজুদ্দিন বাজারে মরহুম শেখ আফতাব উদ্দিন আহমদ সাহেবের দোকানে বৃহস্পতিবারের খত্মে গাউসিয়া শরীফ চলাকালে সময়ে হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি উপস্থিত পীরভাইদের সামনে সাহেবজাদা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হিকে খেলাফত প্রদান করেন এবং খলিফায়ে আ’জম ঘোষণা করেন । ইতোমধ্যে সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট মুরিদদের মধ্যে সাহেবজাদা-তৈয়্যব শাহ্’র আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার কথা আলাপ করতেন । তিনি প্রায়ই বলতেন, “তৈয়্যব মাদারজাদ্ অলি হ্যায়, তৈয়্যব্ কা মক্দাম্ বহত্ উঁচা হ্যায় ।” ১৯৫৬ সালে হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ আম্মাজানকে সাথে নিয়ে হজুব্রত পালন করেন ।

১৯৬১ ইংরেজি ১ শাওয়াল ১৩৮০ হিজরি ঈদুল ফিতরের দিন সকালে হুজুর সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলায়হি সাহেবজাদা তৈয়্যব শাহ্কে ঈদের জামাতে ইমামতির নির্দেশ দিলে তিনি বিস্মিত হন । কারণ, ইতোপূর্বে জুমা ও

ঈদ জামাতের ইমামতি শুধু তাঁর আব্বা হুজুরই (সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) করতেন। ১ শাওয়াল ঈদের জামাতে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে হুজুর সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর সাহেবজাদার উপর অর্পিত বিশাল দ্বীনি নেতৃত্বের অভিষেক করান। ঈদের নামাজের পর থেকে অর্থাৎ ১ শাওয়াল থেকে ১০ যিল্‌ক্বদ্ রাত পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ দিন সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি একমাত্র লচ্ছি ছাড়া অন্য কোন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করেননি। বলতেন তাঁর চিরবিদায়ের সময় ঘনি়ে এসেছে। এ চল্লিশ দিন তার একান্ত সান্নিধ্যে থাকেন হুজুর ক্বিব্লা তৈয়্যব্ শাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। প্রকৃতপক্ষে হুজুর সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হুজুর ক্বিবলা তৈয়্যব্ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র হাতে গাউসিয়াতের মহান দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন-এ চল্লিশ দিনে। এভাবে চল্লিশতম দিবস ১০যিল্‌ক্বদ্ বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় হুজুর সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি জাহেরী হায়াতের ইতি টানেন এবং পরদিন ১১ যিল্‌ক্বদ্ জুমা দিবসে তাঁকে শায়িত করা হয়।

হযরত সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ওফাত শরীফের পরপরই তৈয়্যব্ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হুজুরের চেহলাম মোবারকে যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম আসেন এবং সিল্‌সিলার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির ওফাতের পর এভাবে হুজুর ক্বিবলা তৈয়্যব্ শাহ্ একই দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করেন। এ সময় তিনি দেখলেন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক কোন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

তাই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মতো ঢাকার ঐতিহাসিক মুহাম্মদপুরে ১৯৬৮ সনে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে দেশের কেন্দ্রস্থল ঢাকায় সুন্নী মুসলমানদের একমাত্র 'কামিল' মাদ্রাসা।

ইতোপূর্বে খান্‌ক্বাহ্ ও হুজুর ক্বিবলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর হুজরা শরীফ পরিবর্তন হয়ে প্রথমে ঘাটফরহাদবেগ আলহাজ্ব আবদুল জলিল চৌধুরীর ভবন ও পরে বলুয়ারদীঘি পাড়ের আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল্ কাদেরীর ভবনে ২য় ও ৩য় তলায় স্থানান্তরিত হয়। মূলত বলুয়ারদীঘি পাড় খান্‌ক্বাহ্-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া থেকে সারা

বাংলার আনাচে কানাচে হুজুর ক্বিব্লা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর মিশন পরিচালনা করেন যা আজো সে স্মৃতি বহন করছে। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন ১৯৭৬সালে। এর পূর্বে ১৯৭৪ সালে সিরিকোট শরীফ থেকে এক ঐতিহাসিক নির্দেশ প্রদান করেন যে, বারই রবিউল্ আউয়াল্ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আয়োজনের সাথে সাথে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ‘জশ্নে জুলুহ’ বের করার জন্য। এ দায়িত্ব অর্পণ করেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার উপর। ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রামে আনজুমানের ব্যবস্থাপনায় তৎকালীন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল্‌কাদেরীর নেতৃত্বে ১২ রবিউল্ আউয়াল্ শরীফে জশ্নে জুলুহ বের করা হয় এটা কোরবাণীগঞ্জ বলুয়ারদীঘি পাড়স্থখান্‌কাহ-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। এরপর বিশাল মিলাদ মাহফিল শেষে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। এটাই বাংলাদেশে ‘জশ্নে জুলুহে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ উদযাপন-এর প্রথম উদ্যোগ। জশ্নে জুলুহ এর রূপকার হুজুর ক্বিবলার সরাসরি নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম জুলুহ বের করা হয় ১৯৭৭ সালে। পরবর্তীতে ঢাকায় ৯ রবিউল্ আউয়াল্ ও চট্টগ্রামে ১২ রবিউল্ আউয়াল্ আনজুমানের ব্যবস্থাপনায় ‘জশ্নে জুলুহে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ উদযাপিত হয়ে আসছে। ওই সময় হতে একাধারে দশ বছর অর্থাৎ- ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে এই যুগান্তকারী দ্বীনি খিদ্মত আনজাম দিয়ে সর্বজনস্বীকৃত সুন্নীয়তের এক প্রধান কান্ডারী হিসেবে গণ্য হন। দ্বীনী শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি ১৯৭৫ সনে চট্টগ্রাম হালিশহর ইসলামিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া, ১৯৭৬ সনে চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়াসহ অনেকগুলো মাদ্রাসা ও দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও সিলসিলার প্রচার প্রসারে তার নির্দেশে বের হচ্ছে মাসিক তরজুমান। সুন্নি দুনিয়ায় এটি হুজুর ক্বিবলার আর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বাতেল ও ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মোকাবেলায় তরজুমান অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। হুজুর ক্বিবলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এটা প্রতিষ্ঠাকালে বলেন-“ইয়ে তরজুমান বাতিল ফেক্‌ঐ কে লিয়ে মউত্ হ্যায়।” অর্থাৎ

তরজুমান বাতিল ফেঁক্বাসমূহের জন্য মৃত্যু সমতুল্য। হুজুর কেবলা রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র এ বাণীর যথার্থতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া ‘মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সালাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ পুনঃমুদ্রণ, কাদেরিয়া ত্বরীক্বার পীর-মাশায়েখদের দৈনন্দিন অযীফা সম্বলিত এক বিরল সংকলন ‘আওরাদুল কাদেরিয়াতুর রহমানিয়া’সহ সুন্নী আক্বীদাভিত্তিক নানা বই-পুস্তক, কিতাব প্রকাশের তিনি ব্যবস্থা করেন। তাঁর পদচারণায় এদেশে কাদেরিয়া ত্বরীক্বা ও সুন্নিয়াত এক নতুন জীবন লাভ করে। তাঁর নির্দেশে আজ খত্মে গাউসিয়া, গেয়ারভী ও বারভী শরীফ এবং মিলাদ-ক্বিয়াম শুধু নতুনত্ব অর্জন করেনি বরং পুনর্জীবন লাভ করে ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর কারণে এদেশে আ‘লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি’র বিষয়ে জানা ও চর্চা ব্যাপকতা পেয়েছে। তিনি সিলসিলার কর্মসূচিতে সালাত-সালামসহ আ‘লা হযরত প্রণীত মসলকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে সামগ্রিক সুন্নী সংস্কৃতিতে এনেছেন বৈচিত্র্য। সৈয়্যদুল্ মুরসালীন রাহমাতুল্লালি আলামীন সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন পবিত্র আওলাদ এবং বে-মেসাল আশেক হিসেবে তিনি আজানের পূর্বেও নবীকে সালাত সালাম দেওয়ার প্রাচীন ঐতিহ্য পুনঃপ্রবর্তন করেন। হুজুর ক্বিব্লা রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি চট্টগ্রাম অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ছাড়াও প্রতিদিন বাদে ফজর বলুয়ার দীঘিপাড় খান্কাহ শরীফে প্রাণবন্ত পরিবেশে পবিত্র কোরআন করীমের আয়াতসমূহের দরস ও তাফসীর করতেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। এতে হুজুর ক্বিবলার জ্ঞানের গভীরতা এবং খোদায়ী রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পরিদৃষ্ট যেমন হতো তেমনি হুজুর ক্বিবলার আশেকদের মনে রুহানী খোরাক যোগাত, সিলসিলার উন্নতি (ত্বরক্বি) ও মুরিদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় হুজুর ক্বিব্লা আনজুমানকে বিস্তৃত পরিসরে খান্কাহ শরীফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। এতে গাউসে পাক রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু’র আধ্যাত্মিক ইশারাও ছিল।

১৯৭৯ সালে হুজুর ক্বিব্লা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২২ জন পীরভাইসহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু’র মাযার মোবারকে (বাগদাদ শরীফ) উপস্থিত হন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন রাত প্রায় ১২টার পর হুজুর ক্বিব্লা আকস্মিকভাবে আনজুমানের সাবেক জেনারেল

সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকারিয়া সাহেবকে ডেকে বললেন- মাওলানা জালালুদ্দীনকো বুলাইয়ে (জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলক্বাদেরী)। তিনি অধ্যক্ষকে নিয়ে হুজুর ক্বিবলার সামনে উপস্থিত হলে হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সকলের উপস্থিতিতে এরশাদ করলেন-

“আভী আভী হুজুর গাউসে পাক শাহেনশাহে বাগদাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি তরফ্ছে অর্ডার হয় হ্যায় আলমগীর খানক্বাহ শরীফ বানানা হ্যায়, আউর মাজমুয়ায়ে ছালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাপওয়ানা হ্যায়, আউর ইয়ে বাত ভা-য়ুকো ছমঝা দিজিয়ে”। অর্থাৎ: এ মাত্র হুজুর গাউছে পাক শাহেনশাহে বাগদাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে আলমগীর খানক্বাহ শরীফ তৈরি করতে হবে এবং মাজমুয়ায়ে ছালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাপাতে হবে; আর এ নির্দেশ ভাইদেরকে বুঝিয়ে দিন। তখন হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র নির্দেশে বিষয়টি অধ্যক্ষ সাহেব ভাইদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। হুজুর কেবলার নির্দেশ মতে পরবর্তীতে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার মাধ্যমে আলমগীর খানক্বাহ এ কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উল্লেখ্য, শাহেনশাহে সিরিকোট আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন দুপুরের খাবার গ্রহণের পর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার তৎকালীন অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ ওয়াক্বার উদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র বাসভবনে বিশ্রাম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন-

‘ইহাঁ হাম মিছকিনুঁ কেলিয়ে এক ঠিকানা হো’ (এখানে আমরা মিসকিনদের জন্য এক আশ্রয় হওয়া চাই)। সে পবিত্র জবানে উচ্চারিত ‘ঠিকানা’ই বর্তমানের আলমগীর খানক্বাহ-এ-ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া যা সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরিয়ার ফয়েজ প্রার্থীদের প্রাণকেন্দ্র।

মোট কথা, আল্লামা তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত প্রেমিক ও নায়েব, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। “কী মুহাম্মদ ছে ওয়াফা তু-নে তুহাম্ তেরেহে, ইয়ে জাহাঁ চীজ্ হ্যায় কেয়া লওহ ক্বলম্ তেরে হ্যায়।” মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতার এ চরণ তিনি এত বেশি তুলে ধরতেন যে এক পর্যায়ে এটি সাধারণ লোকদের অন্তরেও গেঁথে গেছে। এর অর্থ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ওফাদারী করো তবে আমি খোদাও তোমার হবো, এই দুনিয়াতো সামান্য বিষয়; আরশ-কুরসিও তোমার হবে ।

গাউসে জামান তৈয়্যব্ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ছিলেন এ শতাব্দীতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে সুন্নিয়াত ও ত্বরিক্বতের এক মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব । বাংলাদেশে মাত্র এক দশকে তিনি শরিয়ত ত্বরিক্বতের মরুদ্যানে এতই অভাবনীয় সুফল বয়ে এনেছেন যাতে হুজুর সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর ওই মহান বাণী “তৈয়্যব্ কা মক্কাম বহুত্ উচ্চা হয়্য ” এর যথার্থতা আরো পরিষ্কৃত হয়ে ওঠেছে ।

১৯৮৬ সাল হুজুরের এদেশে শেষ সফর । এ বছর স্বদেশে ফেরার পর আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়াকে নির্দেশ দেন গাউসিয়া কমিটি গঠন করায় বর্তমানে ‘গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ’র অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে শুধু দেশে নয় বিদেশেও এ সংগঠনের শাখা রয়েছে । এটার মাধ্যমে শরিয়ত-ত্বরিক্বতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো বেশী হবে ইন্শা আল্লাহ । এভাবে মোর্শেদে বরহক্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন উজ্জ্বল অবদান । হুজুর ক্বিব্লা (রাঃ) ১৪১৩ হিজরির ১৫ যিল্‌হজ্ব, ১৯৯৩ ইংরেজির ৭ জুন সোমবার সকাল ৯টায় সিরিকোট শরীফে ওফাত লাভ করেন । পরদিন মঙ্গলবার বর্তমান হুজুর ক্বিব্লা ‘সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্’ মাদ্দাজিলুহ্ল আলী’র ইমামতিতে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আব্বাজান হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয় । এদিকে ১৯৭৬ সালে হুজুর কেবলা রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি মাশায়েখ্ হযরতে কেরামের ইশারায় তাঁর দুই সাহেবজাদা ‘সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্’ মাদ্দাজিলুহ্ল আলী এবং পীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ মাদ্দাজিলুহ্ল আলী কে খেলাফত প্রদান করে নিজ স্থলাভিষিক্ত করেন । হযরত সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এক সময় বলেছিলেন, “তৈয়্যব আউর তাহের কাম সাম্বাল্‌গে, সাবের শাহ্ বাঙ্গাল্‌কা পীর বনেগা ।” সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর পর গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ত্বরিক্বতের কাজ যথার্থভাবে সামাল দিয়েছিলেন । বর্তমানে হুজুর ক্বিব্লা তাহের শাহ্ মাদ্দাজিলুহ্ল আলীও অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বর্তমান হুজুর ক্বিব্লা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিলুহ্ল আলী নিয়মিত বাংলাদেশ সফরে আসছেন । বিশেষত হুজুর ক্বিবলা রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এর

ওফাত (১৯৯৩ ইংরেজি) পরবর্তী তার আবির্ভাব ছিলো পূর্ববর্তী সময় থেকে আলাদা এক রঙনকের ধারক হিসেবে। হুজুর ক্বিব্‌লার বরকতময় পদচারণায় উত্তরবঙ্গ ও সিলেট অঞ্চলে দীন ও ত্বরিক্বতের এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলেও অনুরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হুজুর ক্বিব্‌লা যেখানেই পদার্পণ করছেন সেখানেই প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, খান্‌ক্বাহ্‌, মসজিদ ইত্যাদি। ইতোমধ্যে দেশে মাশায়েখে কেরামের নামে অন্তত শতাধিক মাদ্রাসা, সংস্থা ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। এ যেন এক দ্বীনী বিপ্লব। এ বিপ্লব অব্যাহত থাকবে ইন্‌শা আল্লাহ্‌।

আল্লাহ্‌র শোকর যে, উক্ত মাশায়েখ-হযরাতের উসিলায় আল্লাহ্‌ আমাদের কাদেরিয়া ত্বরিক্বা নসীব করেছেন। এ ত্বরিক্বাতেই যেন আমাদের মৃত্যু হয়। আ'লা হযরত শাহ্‌ আহমদ রেজা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর ভাষায় মুন্‌জাত করি-“ক্বাদেরী কর্‌ ক্বাদেরী রাখ, ক্বাদেরীওঁ মে উঠা ; ক্বদ্রে আবদুল্‌ ক্বাদেরে ক্বদ্রত নুমাকে ওয়াস্তে” আরো সৌভাগ্য যে, আমাদের ওই পীর মাশায়েখ্‌গণ রাসূলে আক্‌রাম্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধর তথা আহ্‌লে বায়ত। হাদীস শরীফে আহ্‌লে বায়াত্‌দের নূহ্‌ আলাইহি স্‌সালাম এর জাহাজতুল্য, হেদায়তের আদর্শ বলা হয়েছে। বাস্তবেও আজ হযরাতে কেরাম আমাদের ঈমান-আক্বিদা ও আমলের হেফাজতের ক্ষেত্রে নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম এর জাহাজতুল্য ভূমিকা রাখছেন। যুগের অলিকূল সম্রাটগণ গাউসে জামান এর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হন। যুগে যুগে এ সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন ক্বাদেরিয়া ত্বরিক্বা ও আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের অধীনেই ছিল এবং থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর প্রধান খলীফা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্‌ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকেও এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গাউসে জামান পদটি কাদেরিয়া ত্বরিক্বার জন্য বরাদ্দ আছে। এ ত্বরীক্বায় উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাব ঘটলেই ঘরের এ মহান নেয়ামত অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর এ মন্তব্য আমাদের উপরিউক্ত মাশায়েখ্‌ এর গাউসে জামান হবার প্রতি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

জিনকে হার্‌ হার্‌ আদা সুন্নাতে মুস্তফা
এয়সে পীরে তরীক্বত পেহ্‌ লাখোঁ সালাম ॥

রাহনুমায়ে শরীয়াত ও ত্বরীক্বত হযরতুল্ আলামা আল্হাজ্জ
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদাজিলুল্হুল্ আলী এর

বংশগত শাজরা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ১। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- ২। হযরত ফাতেমাতুজ্জাহরা(রা.)সহধর্মিনী হযরত আলী
- ৩। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)
- ৪। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.)
- ৫। হযরত ইমাম বাক্কের (রা.)
- ৬। হযরত ইমাম মুহাম্মদ জাফর সাদেক্ (রা.)
- ৭। হযরত সৈয়্যদ ইসমাইল (রা.)
- ৮। হযরত সৈয়্যদ জালাল (রা.)
- ৯। হযরত সৈয়্যদ শাহ্ ক্বায়েম (কায়েন) (রা.)
- ১০। হযরত সৈয়্যদ জাফর (ক্বা'ব) (রা.)
- ১১। হযরত সৈয়্যদ ওমর (রা.)
- ১২। হযরত সৈয়্যদ গফ্ফার (রা.)
- ১৩। হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ গীসুদারাজ (রা.)৪২১ হিঃ
- ১৪। হযরত সৈয়্যদ মাসুদ মাস্ওয়ানী (রা.)
- ১৫। হযরত সৈয়্যদ তাগাম্‌মুজ্ শাহ্ (রা.)
- ১৬। হযরত সৈয়্যদ ছুদুর (রা.)
- ১৭। হযরত সৈয়্যদ মুছা (রা.)
- ১৮। হযরত সৈয়্যদ মাহমুদ (রা.)
- ১৯। হযরত সৈয়্যদ আবদুর্ রহিম (রা.)
- ২০। হযরত সৈয়্যদ আবদুল গফুর (রা.)
- ২১। হযরত সৈয়্যদ আবদুল জালাল (রা.)
- ২২। হযরত সৈয়্যদ আবদুর রউফ (রা.)
- ২৩। হযরত সৈয়্যদ আবদুল করিম (রা.)
- ২৪। হযরত সৈয়্যদ আবদুল্লাহ্ (রা.)
- ২৫। হযরত সৈয়্যদ গফুর শাহ্(রা.)

(প্রকাশ-কাপুর শাহ্ সিরিকোট)

২৬। হযরত সৈয়্যদ নফ্যাস্ শাহ্ বা তফাহুছ্ শাহ্ (রা.)

২৭। হযরত সৈয়্যদ আবী শাহ্ মুরাদ (রা.)

২৮। হযরত সৈয়্যদ ইউসুফ শাহ্ (রা.)

২৯। হযরত সৈয়্যদ হোসাইন শাহ্ (হোসাইন খিল) (রা.)

৩০। হযরত সৈয়্যদ হাজী হাসেম (রা.)

৩১। হযরত সৈয়্যদ আবদুল করিম (রা.)

৩২। হযরত সৈয়্যদ ঈসা (রা.)

৩৩। হযরত সৈয়্যদ ইলিয়াছ (রা.)

৩৪। হযরত সৈয়্যদ খোশ্‌হাল (রা.)

৩৫। হযরত সৈয়্যদ শাহ্ খাঁন (রা.)

৩৬। হযরত সৈয়্যদ কাজেম (রা.)

৩৭। হযরত সৈয়্যদ খানী জামান শাহ্ (রা.)

৩৮। হযরত সৈয়্যদ ছদর শাহ্ (রা.)

৩৯। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী (রা.)

৪০। হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

৪১। (ক) হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (ম.)

(১) সৈয়্যদ মুহাম্মদ কাশেম শাহ্ (ম.)

সৈয়্যদ মুহাম্মদ মাহমুদ শাহ্ (ম.)

সৈয়্যদ মুহাম্মদ মামুন শাহ্ (ম.)

(২) সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামেদ শাহ্ (ম.)

সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাহির শাহ্

(৩) সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহমদ শাহ্ (ম.)

(খ) হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ (ম.)

(১) সৈয়্যদ মুহাম্মদ মাহমুদ শাহ্ (ম.)

(২) সৈয়্যদ মুহাম্মদ আকিব শাহ্ (ম.)

সিল্‌সিলার সবক্ব (পুরুষের জন্য)

سلسله كاسبق (برائے مرد)

ক) ফজরের নামাজের পর

১। দরুদ শরীফ ১০০ (একশত) বার

আল্লা-হুম্মা ছল্লি 'আলা- সায্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা- আ-লি
সায্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া বা-রিক্ ওয়া সাল্লিম্ ।

২। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ * ২০০ (দুইশত) বার ।

৩। ইল্লাল্লা-হ্ ২০০ (দুইশত) বার ।

৪। আল্লা-হু ২০০ (দুইশত) বার ।

* লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্যটির শেষ শব্দ ইল্লাল্লাহ-এর শেষাক্ষর আরবী 'হা' এর উপর জোর দিয়ে পড়তে হবে, যেন আল্লাহ শব্দটি পুরাপুরিভাবে উচ্চারিত হয় ।

(الف) وظائف بعد نماز فجر:

(১) درود شریف ১০০ بار

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

(২) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ২০০ بار

(৩) إِلَهَ اللَّهُ ২০০ بار

(৪) اللَّهُ ২০০ بار

খ) মাগরিবের নামাজের (ফরজ ও সুন্নতের) পর

১। সালাতে আউওয়াবীন (নামাজ) ৬ রাকা'ত

সালাতে আউওয়াবীন (নামাজ) এর নিয়ম

তিন রাকা'ত ফরজ ও দুই রাকা'ত সুন্নত আদায়ের পর, দুই রাকা'ত করে তিন নিয়তে ছয় রাকা'ত নামাজ আদায় করতে হবে, প্রতি রাকা'তে একবার সূরা ফাতিহা (আল্‌হাম্দু শরীফ) ও তিনবার সূরা ইখলাছ (ক্বল্‌ হুওয়াল্লাহু আহাদ) ।

নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকা'তাই সালাতিল্ আউওয়াবীন, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্ববর ।

২ । দরুদ শরীফ (পূর্বে বর্ণিত নিয়মে) ১০০ বার ।

(ب) وظائف بعد نماز مغرب (بعد فرض وسنت)

(۱) صلوٰۃ اوابین چھ رکعات

ترتیب صلوٰۃ اوابین

واضح ہو کہ صلوٰۃ اوابین دور کعت کی نیت سے چھ رکعات ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ (الحمد شریف) اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی (قل ہو اللہ احد) پڑھے۔

نیت: نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكَعَتَيْ صَلَوةِ الْاَوَابِيْنِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(۲) درود شریف سو بار ۱۰۰

এশার নামাজের পর

১ । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ২০০ (দুইশত) বার ।

২ । ইল্লাল্লাহ ২০০ (দুইশত) বার ।

৩ । আল্লাহ ২০০ (দুইশত) বার ।

দ্রষ্টব্য : ফজর ও এশা'র নামাজের পর কোন জরুরী কাজ থাকলে অথবা শারীরিক অসুবিধা বোধ করলে যিক্র সমূহ ফজর ও এশা'র নামাজের পূর্বেও আদায় করার ইজাযত(অনুমতি)আছে । উল্লেখ্য, ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক যিক্র ২০০ এর পরিবর্তে

(ج) وظائف بعد عشاء

(۱) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۲۰۰ بار

(۲) إِلَّا اللَّهُ ۲۰۰ بار

(۳) اللَّهُ ۲۰۰ بار

نوٹ: فجر اور عشاء کی نمازوں کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہو یا جسمانی کوئی کمزوری محسوس ہو تو مذکورہ اذکار نماز ہائے فجر و عشاء سے قبل بھی پڑھ لینے کی اجازت ہے۔

نوٹ: طلبوں کیلئے ہر ذکر ۲۰۰ مرتبہ کے بدلے میں ۱۰۰ مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہے۔

সিল্‌সিলার সবক্ব (মহিলার জন্য)

سلسله کا سبق (برائے عورت)

ক) ফজরের নামাজের পর

১। দরুদ শরীফ ১০০ (একশত) বার।

আল্লাহুমা ছল্লি আলা সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলা

আলি সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াবারিক্ ওয়াসাল্লিম্

২। প্রত্যেকবার ‘বিস্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহিম’ সহকারে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহু’ ১০০ (একশত) বার।

(الف) وظائف بعد نماز فجر:

(১) مذکورہ درود شریف ۱۰۰ بار

(২) ہر مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سَمِیت لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ

اللّٰهُ ۱۰۰ بار

খ) মাগরিবের নামাজের (ফরজ ও সুন্নাত) পর

১। সালাতে আউওয়াবীন (নামাজ) ৬ রাকা’ত।

সালাতে আউওয়াবীন (নামাজ) এর নিয়ম: তিন রাকা’ত ফরজ ও দুই রাকা’ত সুন্নাত আদায়ের পর দুই রাকা’তের নিয়ত করে প্রতি রাকা’তে একবার সূরা ফাতিহা (আল্‌হামদু) ও তিনবার সূরা ইখলাছ (ক্বল হুয়াল্লাহু আহাদ্) পড়ে তিন নিয়তে ছয় রাকা’ত নামাজ আদায় করতে হবে।

নিয়ত: নাওয়াইতু আন্‌ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা’য়ালা রাকা’তাই সালাতিল্ আউওয়াবীন, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিন্ কা’বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্ববার।

২। দরুদ শরীফ- আল্লা-হুমা সল্লি ‘আলা সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলা আলি সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াবারিক্ ওয়াসাল্লিম্ ১০০ (একশত) বার।

(ب) وظائف بعد نماز مغرب (بعد فرض و سنت)

(۱) صلوٰۃ اوّابین چھ رکعات۔

ترتیب صلوٰۃ اوّابین

واضح رہے کہ صلوٰۃ اوّابین دو رکعت کی نیت سے چھ رکعات ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ (الحمد شریف) ایک بار اور تین بار سورہ اخلاص (قل هو اللہ احد) پڑھے۔

نیت : نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوَةَ الْأَوَّابِينَ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ
(۲) درود شریف ۱۰۰ بار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

گ) ایشاؑر ناماؑےر ٲر

“بیسمیللاہیر راہمانیر راہیم” سہکارے “لا ایللاہا ایللااللہ محمدو سلاو علیو آلہو سلم” ۱۰۰ (اکشات) بار ا

دؑؑبؑ ۛ فؑؑر و ایشاؑر ناماؑےر ٲر کون ؑرؑر کاج ثاکلے اؑبا شاریرک اسوبیؑا بوؑ کرلے یکرسموہ فؑؑر و ایشاؑر ناماؑےر ٲرے آدای کرار ایؑایؑ (انومیت) آؑے ا

(ج) وظائف بعد نماز عشاء :

(۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَمِيتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولَ اللَّهِ

۱۰۰ بار

বায়াত করার পর হুযূর ক্বিবলার নসীহত্

প্রথম নসীহত্: আপনাদের বায়াত সিল্‌সিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ায়ে সম্পন্ন হল। এটা শাহেন শাহে বাগদাদ সাযিদিনা আব্দুল কাদের জিলানী রদিয়াল্লাহু আনহু এর সিল্‌সিলা। এর রুহানী সম্পর্ক রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে। যাঁরা বায়াত হয়ে যান; তাঁদের উভয় জগতের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য, সিল্‌সিলায়ে কাদেরিয়ার মাশায়েখ হজরাতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সবকু রয়েছে। যতখানি মুহাব্বত নিয়ে এগুলো আদায় করবেন ততখানি উপকার পাবেন। না পড়লে, অবজ্ঞা করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এ সমস্ত অযীফা যথানিয়মে আদায় করা উচিত, দশ/পনের মিনিট সময় এতে ব্যয় হয় কিন্তু এতে নিহিত রয়েছে উভয় জাহানের কল্যাণ।

বায়াত হওয়া এবং অকপটে তাওবা করার দরুন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন; কিন্তু অপরের হক্ক (অধিকার) মাফ করেন না। সুতরাং কারো কাছ থেকে কর্জ নিয়ে থাকলে, কারো সম্পদ অস্বাৎ করে থাকলে, কারো উপর অবিচার করে থাকলে, যতক্ষণ ওই ব্যক্তি ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। বাকী যত গুনাহ্ আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করে দেন।

দুনিয়ায় রুহ এবং শরীর দু'টো একত্রিত হয়ে রয়েছে, আর ইহ জগতে আমাদের সময়টা স্বল্প। নেকী অর্জনের জন্য পূনরায় এ সুযোগ না ক্বিয়ামতে, না কবরে, না পরকালে মিলবে। কাজেই সচেতন থাকবেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাজি রাখবেন, নফ্ছে শয়তানের মোকাবেলা করবেন। বাতিল ফের্কাগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর দ্বীনের খিদ্মত করুন। হুযূর ক্বিবলার যে

সকল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- জামেয়া আছে, আছে আন্জুমান এবং আরো অপরাপর যেসব মাদ্রাসা রয়েছে এগুলোর খিদ্মত করণ, যাতে এগুলো থেকে ওলামায়ে কেরাম বের হন। আর এসব ওলামায়ে কেরাম দ্বীনের খিদ্মত করে যাবেন এবং এই দ্বীনি খিদ্মতই আপনাদের জন্য সদ্‌ক্বায়ে জারিয়া (অব্যাহত পুণ্যধারা) হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় নসীহত

বাতিলপন্থিরা বর্তমানে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই বাতিলপন্থিদের কাছ থেকে পৃথক থাকুন। এদের কোন দল ১০০ বছর হতে বের হয়েছে, কোন দল ৮০ বছর হতে বা কোন দল ২০ বৎসর হতে। এই সব বাতিল ফের্কার (দল) সংস্রব থেকে দূরে থাকুন।

কোরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পর আর কোন কিতাব আসমান হতে আসতে পারে না এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবীও পৃথিবীতে আসতে পারেন না। আমাদের 'দ্বীন' ইসলাম। আর এতে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ হতে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে নিয়ে এসেছেন। এটাই আমাদের- দ্বীন। এই দ্বীন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের। যত অলী-আল্লাহ্ দুনিয়ায় তাশরিফ এনেছেন সকলের দ্বীন-ইটাই। একে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন। মন্দ লোক, মন্দ সমাজ, এবং মন্দ মাহফিল, সভা হতে পৃথক থাকুন, যাতে ঈমান বিনষ্ট না হয়। যথাসম্ভব জামেয়ার খিদ্মত করুন। ঢাকা- মাদ্রাসার খিদ্মত করুন। এগুলো আহ্লে সুন্নাত ওয়াল্ জামাতের খাঁটি প্রতিষ্ঠান। এখান হতে হক্কানী আলেম-বের হন। আর তাঁরা দ্বীনের খিদ্মত করেন; বাতিল ফের্কার সঙ্গে মোকাবেলা করেন। আপনাদের সঙ্গে উলামা না থাকলে আপনারা কিভাবে মুকাবেলা করবেন? আলেম সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সব মাদ্রাসার সাথে আন্তরিকতা ভালোবাসা রাখুন, খিদ্মত করুন এবং এগুলোর সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আমাদের শত্রু আমাদের সাথে আছে। নফ্ছে আম্মারা আমাদের দুশমন। শয়তান আমাদের শত্রু। শয়তানকে জুতা মারুন। আল্লাহর নির্দেশকে শিরোধার্য রাখুন।

হুযূর ক্বিবলার আরো কতিপয় এরশাদ

বায়াতের সময় দরুদ শরীফসহ যেই চার সবকু দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত সবকু বা যিকর হুযূর ক্বিবলার ইজাযত (অনুমতি) নিয়ে আদায় করতে হবে। যাদেরকে একবার ইজাযত দেয়া হয়েছে তাদের পুনঃ ইজাযত প্রয়োজন নেই। সকল পীর ভাই-বোনদের জন্য সালাতে হিফজিল্ ঈমান ও সালাতে কাশফিল্ আস্রার (নামাজ) আদায়ের ইজাযত হুযূর কেবলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে।

হিফজুল্ ঈমান নামাযের নিয়ম

ছয় রাকা'ত আওয়াবীন নামাজের পর দুই রাকা'তের নিয়ত করে প্রতি রাকা'তে একবার সূরা ফাতিহা (আল্‌হাম্দু শরীফ) ও সাতবার সূরা ইখলাছ (কুল্‌ছ আল্লাছ আহাদ) শরীফ পড়ে আদায় করতে হবে। নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে আবার একবার সিজদায় গিয়ে পড়বেন-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بُتِّي عَلَى الْإِيْمَانِ

“ইয়া হায়্যু ইয়া ক্বয়্যুম্, ইয়া হায়্যু ইয়া ক্বয়্যুম্, ইয়া হায়্যু ইয়া ক্বয়্যুম্, সাবিবত্নী আলান্ ঈমান।”

نِيَت: نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةَ حِفْظِ الْإِيْمَانِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

নিয়ত : নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকা'তাই সালাতি হিফজিল্ ঈমান, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাছ আক্ববর।

কাশফুল্ আস্রার নামাযের নিয়ম

এশা'র ফরজ ও দুই রাকা'ত সুন্নাত আদায়ের পর দুই রাকা'তের নিয়ত করে প্রতি রাকা'তে ১ বার সূরা ফাতিহা (আল্‌ হাম্দু) ও ১১ বার, সূরা ইখলাছ (কুল্‌ হুয়াল্লাছ আহাদ) শরীফ পড়ে নামাজ আদায় করতে হবে। রমজান মাসে এ নামাজ বিতির নামায এর পর পড়ার নির্দেশ রয়েছে।

نِيَت: نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةَ كَشْفِ الْأَسْرَارِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

নিয়ত : নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকা'তাই সালাতি

কাশ্ফিল্ আস্‌রার মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ্ আকবর ।

নির্লিখিত ইস্তিগফার ও তাস্বীহ্ ফজরের নামাজের পর নিয়মিত সবক্দের পরে প্রত্যেক আদায় করলে ভাল হয়, যদি ওই সময় সুযোগ পাওয়া না যায় তবে ঐদিনের যে কোন সময় আদায় করতে হবে ।

তৃতীয় সবক্ সকালে ও বিকালে ৩ (তিন) বার করে পড়বেন । নিয়মিত পাঠ করলে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ।

(১) “আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ ক্ব্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি”: ১০০ বার । (২) “সুব্‌হানালাহি ওয়া বিহাম্‌দিহী সুব্‌হানালাহিল্ আলিয়িল্ আযীম, ওয়া বিহাম্‌দিহি আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্”: ১০০ বার । (৩) “বিস্মিল্লাহিল্লাযী লা- ইয়াদুরুর্ মা'আ- ইস্মিহী শাইয়্যুন্ ফিল্ আর্দি ওয়ালা ফিস্ সামায়ি ওয়া হুয়াস্ সামীউল্ আলীম” (৩ বার) । (৪)

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সকালে দরুদে তাজ একবার ।

প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফিরিয়ে নিতৌক্ত দোয়া ও দরুদ শরীফ একবার করে পড়ার জন্য হুজুর ক্বিবলা নির্দেশ দিয়েছেন:

১ । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহুদাহ্ লা-শারীকালাহু লাহুল্ মূলকু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ইউহ্যী ওয়া যুমীতু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়ীন্ ক্বাদীর ।

আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা

সায়্যাদী ইয়া রসূলাল্লাহ্ ।

আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা

সায়্যাদী ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ ।

আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা

সায়্যাদী ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ।

ওয়া 'আলা- আ-লিকা ওয়া আস্‌হা-বিকা

ইয়া সায়্যাদী ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ।

সিল্‌সিলায়ে কাদে‌রিয়া আলিয়ার

১১ সব‌ক্ব নিরূপ

১ । দরুদ শরীফ (পূর্ব নিয়মে)	১০০ বার
২ । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্	২০০ বার
৩ । ইল্লাল্লাহ্	২০০ বার
৪ । আল্লাহ্	২০০ বার
৫ । আল্লাহ	২০০ বার
৬ । হু আল্লাহ্	২০০ বার
৭ । হু	২০০ বার
৮ । হু আল্লাহ্‌ল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহ্	১০০ বার
৯ । আল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাহ্	১০০ বার
১০ । আন্-লা-ইলাহা ইল্লাহ্	১০০ বার
১১ । আন্তাল হাদী আন্তাল হক্ব লাইসাল্ হাদী ইল্লাহ্	১০০ বার

হুজুর কিব্বলার নির্দেশিত সব‌ক্ব ও নামাজ ইত্যাদি নিয়মিত আদায় করলে দিন-রাত ইহ ও পরকালের উন্নতি হবে । আদায় না করলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । উল্লেখ্য অনুমতি প্রাপ্ত সব‌ক্ব ব্যতীত অপর সব‌ক্বগুলো আদায় করতে চাইলে পুনঃঅনুমতি গ্রহণ আবশ্যিক ।

না'তে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ছব্ছে আওলা ও আ'লা হামারা নবী

ছব্ছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী ।

আপ্নে মওলাকা পেয়ারা হামারা নবী

দোনো আলম্কা দুল্হা হামারা নবী ।

বব্‌মে আখের্-কা শাময়া' ফেরোবাঁ ছয়া

নূরে আউয়াল্কা বল্‌ওয়া হামারা নবী ।

জিছ্‌কে শায়াঁ হ্যায় আরশে খোদা পর্ জুলুছ

হ্যায় উয়হ্‌ সুল্‌তানে ওয়ালা হামারা নবী ।

বুব্‌গেয়ী জিস্‌কে আগে ছবহী মশ্‌আলৈ

শাময়া উয়হ্‌ লে-কর্‌ আয়া হামারা নবী ।

জিন্‌কে তল্‌উকা দো-বো-ন্দ হ্যায় আবে হায়াত

হ্যায় উয়হ্‌ জানে মছীহা হামারা নবী ।

আরশ কুরছি কি থী আয়না বনদিয়া

ছোয়ে হব্‌ জব্‌ ছুদ্‌হারা হামারা নবী ।

খল্‌ক্‌ছে আউলিয়া আউলিয়া ছে রুছুল

আওর রছুল্‌ছে আ'লা হামারা নবী ।

আছমানোঁ হি পর্‌ ছব্‌ নবী রাহ্‌ গেয়ে

আরশে আয়ম্পে পৌহঁচা হামারা নবী ।

হোছন খাতা হ্যায় জিছ্‌কে নমক্কি কছম

উয়হ্‌ মলিহে দিলারা হামারা নবী ।

জিক্‌র ছব্‌ পীকে জব্‌তক না-ময়্কুর হোঁ

নমকিন হোসন ওয়ালা হামারা নবী ।

জিছ্‌কি দো'বোন্দ হেঁ কওছার ও ছল্‌ছবিল

হ্যায় উয়হ্‌ রহ্‌মত্‌কা দরয়া হামারা নবী ।

জেয়ছে ছবকা খোদা এক হ্যায় ওয়েছে হি
ইনকা উন্কা তোম্‌হারা হামারা নবী ।
করনো বদলী রসুলুঁকি হোতি রহি
চাঁদ বদলী কা নিকলা হামারা নবী ।
কওন দেতা হ্যায় দেনে কো মুঁহ্‌ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালা হ্যায় সাচ্ছা হামারা নবী ।
কেয়া খবর কেত্নে তারে কিলে ছুপ গেয়ে
পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী ।
মুল্‌কে কওনাইন্‌মে আশিয়া তাজেদার
তাজেদারোঁ কা আক্‌দা হামারা নবী ।
লা মক্‌কা তক্‌ উজালা হ্যায় জিস্‌কো উয়হ্‌ হ্যায়
হার মঁকা কা উজালা হামারা নবী ।
চারে আচ্ছোঁ মে আচ্ছা হুম্‌জিয়ে জিছে
হ্যায় উছ্‌ আচ্ছে ছে আচ্ছা হামারা নবী ।
চারে উঁচু মে উঁচা হুম্‌জিয়ে জিঁছে
হ্যায় উছ্‌ উচোঁছে উঁচা হামারা নবী ।
আশিয়া ছে কর্‌ আরজ কেউ মালেকো
কেয়া নবী হ্যায় তোম্‌হারা হামারা নবী ।
জিছনে টুক্‌ড়ে কিয়ে হেঁ কুমরকো উয়হ্‌
হ্যায় নুরে ওয়াহ্‌দত্‌কা টুক্‌ড়া হামারা নবী ।
ছব্‌ চমক্‌ ওয়ালে উজ্‌লুঁমে চম্‌কা কিয়ে
আন্ধে শিশোঁ মে চম্‌কা হামারা নবী ।
জিছনে মুরদা দিলোঁকো দী ওম্‌রে আবদ
হ্যায় উয়হ্‌ জানে মছীহা হামারা নবী ।
গম্‌জদোঁকো রেজা মুশ্‌দাদী জে কেহ্‌ হ্যায়
বে কছুঁ-কা ছাহারা হামারা নবী ।

না'তে মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ছরকারে দো আলম্ কা মিলাদ মানাতে হেঁ;
এক্ জিন্দা হাক্কীকত্ কা এহ্ছাহ্ দেলাতে হেঁ ।
মে'রাজ কি শব্ আহমদ(দ.) মেহ্মানে খুছুছী থেঁ;
ইউঁ আরশ বরি পর্ভি ওহ্ জুত জাগাতে হেঁ ।
তান্ক্বীদ নবীয়ুঁ পর্ ইব্লিছ্ কা শিওয়া হ্যায়;
তুফান ইয়ে বিদ্আত কা শয়তান উঠাতে হেঁ ।
কাহ্নেকো তো কাহ্নতে হেঁ খোদ জেয়চা বশর, লেকিন;
ছরকারকে রওজে পর্, ছব্ ছেরকো বুকাতে হেঁ ।
হাম ভুল নেহি ছেক্তে সা-দাত কি কোরবানী;
দরবারে ইয়াজিদী মে উয়হ্ বাত ছুনাতে হেঁ ।
হ্যায় আউয়াল্ ও মাক্তা মাফহুম্ খোলা লেকিন;
উহ্ বাত ছুপাতে হেঁ, হাম্ ছাফ্ বাতাতে হেঁ ।
দুনিয়া হোকে ওক্ববা হো আহমদ(দ.) কা উছিলা হ্যায়
দম্ উন্কা হি ভরতে হেঁ, গুণ্ উন্কা হি, গাতে হেঁ ।
ইকবাল! মোহাম্মদ (দ.) কা মাম্নুন্ খোদায়ী হ্যায়;
ইছ নাম্ছে হাম্ বিগ্ড়ী তরুদীর বানাতে হেঁ ।

শানে গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আনহু

بسم الله الرحمن الرحيم

তু হ্যায় উয়হ্ গাউস কেহ্ হার গাউস হ্যায় শায়দা তেরা
তু হ্যায় উয়হ্ গাইছ কেহ্ হার গাইছ হ্যায় পিয়াসা তেরা
ছার ভালা কেয়া কুঈ জা-নে কেহ্ হ্যায় ক্যায়সা তেরা
আউলিয়া মল্তে হ্যায় আঁখী উয়হ্ হ্যায় তাল্ওয়া তে-রা
কেয়া দবে জিস্-পেহ্ হেমাযত কা-হো পান্জা তে-রা
শের কো খাত্রে মে লা-তা নেহী কুত্তা তে-রা ।

তু হোসাইনী, হাসানী কেঁউ নাহ্ মুহি উদ্দীন হো
আয় খিজ্রে মাজ্মা-ই বাহরাঈন হ্যায় চশ্মা তে-রা ।
কেঁউ নাহ্ কাসিম হো কেহ্ তু ইব্নে আবিল কাসিম হ্যায়
কেঁউ নাহ্ ক্বাদের হো কেহ্, মোখ্তার হ্যায় বাবা তেরা ।

নববী মেহ্, আলভী ফাস্ল, বতুলী গুল্শান্
হাসানী ফুল, হোসাইনী হ্যায় মাহক্না তেরা ।

নববী যিল্, আলভী বুরজ্, বতুলী মন্যিল্
হাসানী চান্দ, হোসাইনী হ্যায় উজালা তেরা ।

জু অলী ক্বব্ল থে ইয়া বা'দ হয়ে ইয়া হোগে
ছব আদব্ রাখ্তে হ্যাঁ দিল্ মে মেরে আ-ক্বা তে-রা ।
ছারে আক্বুতাবে জাঁহা কর্তে হ্যায় কা'বে কা তাওয়াফ
কা'বা কর্তা হ্যায় তাওয়াফ দরেওয়ালা তে-রা ।

রাজ কিস্ শাহ্ৰ মে কর্তে নেঁহী তে-রে খোদাম
বা'জ কিস্ নাহ্ৰ ছে-লেতা নেঁহী দরিয়া তে-রা ।
ছোক্ৰ কে জোশ মে জো হ্যায় উয়হ্ তুঝে কেয়া জানেঁ
খিয়র কে হোশ ছে পুছে কুঈ রোত্বাহ্ তে-রা ।

আক্বল্ হো-তী তু খোদা ছে না লড়াই লে-তে
ইয়ে ঘটায়! উছে মন্জুর বড়হানা তে-রা ।

ওয়া রাফা'না লাকা যিক্রাক্' কা হ্যায় ছায়া তুঝা পর,
বোল বালা হ্যায় তেরা যিক্র হ্যায় উঁচা তে-রা ।

মিট্ গেয়ে মিট্‌তে হ্যায়, মিট্ জায়েগে আ'দা তে-রে
নাহ্ মিটে হ্যায়, নাহ্ মিটে গা, কভী চর্চা তে-রা ।

তু ঘাটায়ে ছে কেছীকে না ঘটা হ্যায় না ঘটে
জব্ বাড় হায়ে তুঝে আল্লাহ্ তাআলা তে-রা ।
কুঞ্জিয়া দিল্ কী খোদা নে তুঝে দী আয়ছা কর্
কেহ্ ইয়ে ছীনা হো মুহাব্বত্ কা খযীনা তে-রা ।

দিল পেহ্ কোন্দাহ্ হো তেরা নাম তু উয়হ্ দুব্দে রাজীম
উল্টে হী পাঁও ফেরে দে-খ্ কে তুগ্‌রা তে-রা ।

আরয়ে আহ্‌ওয়াল কী আ-খোঁ মে কাঁহা তাব মগর্
আ-খী তাক্তী হ্যায় আয় আব্‌রে করম্ রছ্‌তা তে-রা ।
তুঝ্ ছে দর, দর ছে ছগ্ আওর হ্যায় মুঝাকো নিছ্‌বত্
মেরী গর্দান মে ভী হ্যায় দুর্'কা ডোরা তে-রা ।

ইছ্‌ নিশানী কে জো ছগ্‌ হ্যায় নেহী মা-রে জা-তে
হাশ্‌র তক্ মে-রে গলে মে রহে পাট্টা তে-রা ।

বদ্‌ ছহী, চোর্‌ ছহী, মুজরেম্ ও না-কারাহ্‌ ছহী,
আয় উয়হ্‌ কায়ছাহী হ্যায় তু করীমা তে-রা ।

তেরী ইজ্‌জত্‌ কি নেছার; আয় মেরী গায়রত ওয়ালে
আহ্‌ ছদ্‌ আহ্‌ কেহ্‌ ইউঁ খার্‌ হো বোর্‌দাহ্‌ তে-রা ।

আয় রেযা! ইউ নাহ্‌ বল্ক তু নেহী জাইয়েদত্‌ নাহো
সায়্যিদে জাইয়েদে হার দাহ্‌র হ্যায় মাওলা তে-রা ।

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী
রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি এর শানে
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পীরে কামেল্ ছাহেবে তাছির খাজা চৌহরভী
আলেমে ইল্মে লাদুনি পীরে খাজা চৌহরভী ।
এল্ম কিয়া ছীখে কেছীছে আশিক্বে ইশ্কে নবী
এল্মওয়ালে তেরে দামান্গীর খাজা চৌহরভী ।
ইছ্ জাহাঁমে জান্‌কর্ গুন্‌নাম বন্‌কর্ তু-রাহা
মজমুয়া মে হ্যায় শরাহ্ তাহরীর খাজা চৌহরভী ।
তেরী ইয়াদে পাক্ হ্যায় মজমুয়া সালাওয়াতে রাসুল
হ্যায় তেরা ইয়ে ফয়জে আলম্‌গীর খাজা চৌহরভী ।
গাউসে আজম্‌কা খলীফা ছাহেবে ইশ্কে নবী
কেঁউ নাহো তেরী নিছ্‌বতে দিল্‌গীর খাজা চৌহরভী ।
হার্‌দমও হার্‌ ওয়াক্ত মে নাছীয ছে হ্যায় ইয়ে দু'আ
হো যিয়ারত কি কুয়ী তদ্বীর খাজা চৌহরভী ।

হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি এর শানে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মারহাবা ছদ্, মারহাবা ছদ্, মারহাবা ছদ্, মারহাবা
আযবরায়ে মুর্শিদে মা সৈয়্যদ আহমদ মারহাবা ।

মাসকানাশ্‌রা গর্তুজুয়ী দর্ হাজারা জিলা'দাঁ
ই-চুনী পীরে মগাঁ হারগিয্‌ নাদীদম্‌ দর্জাহাঁ ।

আযবরায়ে আহ্‌লে সুন্নাত মাদ্রাছা কর্দাহ্‌ বেনা
বাহ্‌রে ইছ্‌তীছালে ওহাবী গশ্‌ত তীরে বে-খত্বা ।

জামেয়ায়ে আহমদিয়া সুন্নিয়া নামশ্‌ বেঁদা
ইয়া এলাহী যিন্দা দারশ্‌ তা বকায়ে আছমা!

মৌজায়ে নাজিরপাড়া আন্দরাঁ ষোলাশহর ।

নামে উঁ আন্দর্ জাঁহা রৌশান্‌ বমানদ্‌ চুঁ বদর্ ।

আ ফরীঁ ছদ্‌ আ ফরীঁ ছদ্‌ আ ফরীঁ ছদ্‌, আফরীঁ
বাহ্‌রে আঁ পীরে মগাঁ বর্‌ হিম্মতশ্‌ ছদ্‌ আ ফরীঁ

ছদ্‌ হাজারাঁ চাট্‌গাঁমী আজ্‌ মুরিদানশ্‌ বেঁদা

আয্‌ বরায়ে মুর্শিদে হক্‌ ইঁহামা আছার দাঁ ।

বুদ বাহ্‌রে আহ্‌লে সুন্নাত রুক্‌নে আ'যম্‌ বেগুমাঁ

মউতে-উ শুদ্‌ মউতে আলম্‌ ইঁ হাদীস আক্‌নুঁ বখাঁ

তুর্‌বাতাশ্‌ রা বাগে জান্নাত ছায আয় রবেব জাহাঁ

ইঁ-দোয়ারা কুন্‌ ক্ববুল্‌ আয জানেবে ইঁ খাদেমাঁ ।

ইয়া ইলাহী জান্নাতুল্‌ ফেরদাউস উ'রা কুন্‌ আতা

ইঁ দোয়া মক্ববুল্‌-গর্‌দাঁ আজ্‌ তোফায়লে মোস্তফা ।

ফয়েজ জারী তা-ক্বিয়ামত মানদ্‌ আয্‌ জাতশ্‌ বক্বা

ইঁ ছখুন্‌ বাওয়ার কুন্দ্‌ আঁ ক্‌ছ বুয়দ্‌ আহ্‌লে ছফা ।

ছিন্নে হজরত জা-নশিনশ্‌ মাওলানা তৈয়্যব্‌ বেঁদা

আজ্‌ মুরীদাঁ কুন্‌ ক্ববুলশ্‌ আয় খোদায়ে দো জাহাঁ

নামে নাযেম্‌ গর্তু খাহী শেরে বাঙ্গালা বেদাঁ

হামীয়ে ইঁ মাদ্রাছাহ্‌ লেকিন্‌ ওয়াবায়ে ওয়াহাবীয়াঁ ।

মুর্শিদে বরহক্, হজ্ৰতুল্ আল্লামা হাফেজ ক্বারী

সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্

রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কিয়াকরে তা'রীফে যা'তে শাহে তৈয়্যব কী আনাম
জো-করে উস্ছে ছিওয়া হে শা'ন্ আউর্ আ'লী মক্দাম ॥

নূরে চশ্মে ফাতিমা লখ্তে জীগর ইব্নে আলী
ওয়ারিছে মাহ্‌বুবে রবিবল্ আলামী' হ্যায় লাকালাম ॥

জে'বে সাজ্জাদায়ে আহমদ শাহে ক্বতুবুল্ আউলিয়া
পাইকরে সিদ্দ-অ-ছফা হ্যায় হোচন মে মাহে তামাম ॥

আপ্ হ্যায় জিল্লে নবী আউর্ নায়েবে গাউসুল্ ওয়ারা
ছাহেবে রওশন্ জমীর অ মর্যায়ে হার্ খাছ্ অ আ'ম্

রাহ্‌নুমায়ে দিন অ-মিল্লাত্ আউর্ আল্লামা দাহার্
ইয়ে যিক্‌ হ্যায় হার্ জুবাঁ পর্ হার্ মকাঁ পর্ ছোবহ শাম

ছোজমে র'মী-অ-জা'মী ওয়াইচ্ ক্বরনিযে জমাঁ
ইশ্‌ক্‌মে আভার জেয়ছে আ'শেক্‌ খাইরুল্ আনাম্
জো গিয়া দরবারে আলী মে খোদা উন্‌কো মিলা
এক নজর কাফি হ্যায় উন্‌ কী ওয়াছেতে হার নাতামাম

বেপানাহা মখ্‌মুর-হার্দম্ উন্‌কে মায়্‌খানে মে হ্যায়
শীব্‌লীও মন্‌ছুর জেয়ছে পী রেহেঁ হ্যায় জামও জাম

দামে তজ্‌ভিরে ওহাবি ছে হিফাজত্ কে লিয়ে
তরজুমাণে আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ হরফে আখের্ উন্‌ কা নাম

বানিয়ে জশ্‌নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)
পেশওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ছাগের হার্ তিশ্‌না কাম

মরকজে দিঁ আন্মুজান্-অ-জামেয়া অ খানক্বাহ্
দায়েম ও ক্বায়েম রহেগে উন্কে জেরে ইহ্‌তিমাম

সৈয়্যেদে তাহের-অ-সাবের্ নায়েবানে আঁ হুজুর্
পীর হে লাখৌকে বেশক্ আওর হ্যায় ছব্কা ইমাম
ইয়াদগারে মুর্শিদে হক্ব ক্বাসিমও হামেদ শাহা
আওর আহমদ শাহ্ মাহমুদ শাহ্ হামারে যুল্কিরাম
ইয়া ইলাহী হো হামারে ওয়াসতে আওলাদে পাক
বায়েছে রহ্মও করম্ও মাগ্‌ফিরাৎ ইয়াওমাল্ ক্বিয়াম

থাম্লে মুর্শিদ্ কা দামান আয় নঈমী তা'আবাদ
ছোড়নাহ্ হার্গিষ্ কভী তু উন্কা হ্যায় আদ্না গোলাম

درود تاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ
وَالْبَرَقِ وَالْعِلْمِ. دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ
وَالْأَلَمِ. اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنقُوشٌ فِي اللُّوحِ
وَالْقَلَمِ. سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ
فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ. شَمْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى صَدْرِ الْعُلَى
نُورِ الْهُدَى كَهْفِ الْوَرَى مُصْبَحِ الظُّلَمِ. جَمِيلِ الشِّيمِ. شَفِيعِ
الْأَمَمِ. صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ. وَاللَّهُ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
خَادِمُهُ وَالْبَرَقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ
وَقَابُ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ
مَوْجُودُهُ. سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ الْمُتَذَنِّبِينَ أَيْسَ
الْغَرِيِّينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ
شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ مُصْبَحِ الْمُقَرَّبِينَ. مُحِبِّ
الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ
الْقِبْلَتَيْنِ وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى
الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَبْدِ
اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ. يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا وَسَلِّمًا.

খতমে গাউসিয়া, গেয়ারভী, বারভী শরীফের প্রারম্ভে পঠিতব্য

দরুদে তাজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সায্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্, ছাহিবিত্ তাজি
ওয়াল্ মি'রাজি ওয়াল্ বুৰাক্বি ওয়াল্ আলাম্ । দা-ফি'ইল্ বালা-ই ওয়াল্
ওবা-ই ওয়াল্ ক্বাহত্বি ওয়াল্ মারাদ্বি ওয়াল্ আলাম্ । ইস্মুহু মাক্তবুম্
মারফুউম্ মাশ্ফুউম্ মান্‌কুশ্বন্ ফিল্ লাওহি ওয়াল্ ক্বলাম্ । সাইয়্যিদিল্
আরাবি ওয়াল্ আজম্ । জিস্মুহু মুক্বাদ্দাসুম্ মু'আত্তারুম্ মুতাহ্‌হারুম্
মুনাওয়ারন্ ফিল্ বাইতি ওয়াল্ হারাম্ । শামছিদ্বুহা বাদারিদ্বুজা সদরিল্
উলা নূরিল্ হুদা কাহ্‌ফিল্ ওয়ারা মিছ্‌বাহিয়্ যুলাম্ । জামীলিশ্ শিয়ামি,
শাফী'ইল্ উমামি সা-হিবিল্ জুদি ওয়াল্ কারাম্ । ওয়াল্লাহ্ আছিমুহু ওয়া
জিব্রীলু খাদিমুহু ওয়াল্ বুৰাক্বো মার্‌কাবুহু ওয়াল্ মি'রাজু ছাফারুহু ওয়া
সিদ্রাতুল্ মুত্তাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাত্বলুবুহু ওয়াল্ মত্বলুবু
মাক্বসূদুহু ওয়াল্ মাক্বসূদু মাওজুদুহু, সাইয়্যিদিল্ মুরসালীনা, খা-তামিন্
নবিয়্যাঁনা, শাফী'ইল্ মুযনিবীনা, আনীছিল্ গারীবীনা, রাহ্‌মাতিল্লিল্
আলামীনা, রাহাতিল্ আশিক্বীনা, মুরাদিল্ মুশ্‌তাক্বীনা, শামসিল্ আরিফীনা,
সিরাজিস্ সা-লিকীনা, মিস্‌বাহিল্ মুক্বাররাবীনা, মুহিব্বিল্ ফোক্বারা-ই
ওয়াল্ গোরাবা-ই ওয়াল্ মাছাকীনা, সাইয়্যিদিছ্ ছাক্বালাইনি, নবীয়্যিল্
হারামাইনি, ইমামিল্ ক্বিব্বলাতাইনি, ওয়াসীলাতিনা ফিদ্দারাঈনি, ছাহিবি
ক্বা-বা ক্বাওছাইনি, মাহ্‌রুবে রাব্বিল্ মাশরিকাইনি ওয়াল্ মাগরিবাইনি,
জাদিল্ হাসানি ওয়াল্ হোসাইনি রাঈয়াআল্লাহ্ তায়লা আন্বুম্মা মাওলানা
ওয়া মাওলাছ্ সাক্বালাইনি, আবিল্ ক্বাচিম্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা
আলাইহি ওসাল্লাম ইবন্ আব্দিল্লাহি নূরিম্ মিন্ নূরিল্লাহ্ । ইয়া আইয়্যুহাল্
মুশ্‌তাক্বনা বি নূরি জামালিহী সল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসলীমা । (দরুদ
শরীফ)...

খত্মে গাউসিয়া শরীফ আদায়ের নিয়ম

ترتیب ختم عوْثیہ شریف

১। দরুদ তাজ: একবার

(১) درود تاج اک بار

২। ইস্তিগ্ফার : ১১১ বার

আস্তাগ্ফিরল্লা-হাল্লাযী- লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল্ হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যু-মু ওয়া
আতু-বু ইলায়হি ।

(২) اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ

ایک سو گیاره مرتبه ۱۱۱

৩। দরুদ শরীফ : ১১১ (একশত এগার) বার ।

আল্লা-হুম্মা সল্লি ‘আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া ‘আলা- আ-লি
সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া বা-রিক্ ওয়া সাল্লিম্ ।

(৩) درود شریف ایک سو گیاره بار ۱۱۱

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

৪। সূরা ফাতিহা : ১১ (এগার) বার

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম । “আল্হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ ‘আ-লামী-ন্ ।
আর্ রহ্মা-নির্ রহী-ম্ । মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী-ন্ । ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া
ইয়্যাকা নাস্তা’ঈ-ন । ইহ্দিনাস্ সিরাতল্ মুস্তাক্বী-ম্ । সিরাতল্লাযী-না
আন্-‘আম্ তা আলায়হিম্, গায়রিল্ মাগ্দু-বি আলায়হিম্ ওয়ালাদ্-
দ-ল্লীন । আ-মীন ।”

(৪) الحمد شریف گیاره بار ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

৫। সূরা আলাম নাশ্রাহ : ১১১ (একশত এগার) বার
বিসমিল্লা-হির্ রহমা-নির্ রহী-ম্ । আলাম নাশ্রাহ্ লাকা সদ্রকা, ওয়া
ওয়া দ্বোয়া'না 'আন্কা উইয়্রাকাল্ লায়ী- আন্ক্বাদ্বা যোয়াহুরাকা ওয়া
রফা'না- লাকা যিক্রাকা । ফা ইল্লা মা'আল্ 'উস্‌রে ইউস্রান্ । ইল্লা
মা'আল্ 'উস্‌রে ইউস্রান্ । ফা-ইয়া ফারাগ্তা ফান্‌ছব্ । ওয়া ইলা রব্বিকা
ফারগব্ ।

(৫) سورة الم نشرح لك ايك سوگياره بار ۥ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝
وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۝ أَلَذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ
ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا
فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

৬। সূরা ইখ্লাছ : ১১১ (এক হাজার একশ'এগার) বার
ক্বল্ হুয়াল্লাহ্ আহাদ্ । আল্লাহ্‌স্ সামাদ্ । লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ।
ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ল্লাহ্ কুফুওয়ান্ আহাদ্ ।

(৬) سورة اخلاص ايك هزار ايك سوگياره بار ۥ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

৭। কালিমা তাম্‌জীদ : ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চাশ) বার
সুব্‌হানালাহি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্
আক্বাব্ । ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-ক্বুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্

আযীম্ ।

(৮) কল্মে তমজিদ পানসোপ্পিন ৫৫৫

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

৮। হাস্বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল্; নি'মাল্ মাওলা ওয়া নি'মান্
নাসীর্ ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চগুন) বার

(৮) حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا نَجْوَى

প্পিন ৫৫৫

৯। সূরা ফাতিহা : ১১ (এগার) বার

(৯) سورة فاتحة (الحمد شريف) গিয়ারে ১১

১০। দরুদ শরীফ : ১১১ (একশত এগার) বার (পূর্বের নিয়ম)

(১০) درود شريف مذکورہ، ایک سو گیارہ بار ১১১

১১। দোয়া (নিম্নোক্ত) : ১১১ (একশত এগার) বার

সাহ্‌হিল্ ইয়া ইলা-হী 'আলায়না- কুল্লা স'বিম্ বিহ্‌রমাতি সাইয়্যি-দিল্
আবরা-র ।

(১১) سَهْلٌ يَا إِلَهِي عَلَيْنَا كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ.

১১১ (একশত এগার) বার

১২। ইলাহী বিহ্‌রমাতি হযরত খাজা শায়খ সুলতান সৈয়্যদ আব্দুল
ক্বাদের জিলানী রাহিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হ- ১১১ (একশত এগার)
বার ।

(১২) إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ شَيْخِ سُلْطَانِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ

جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. ১১১ (একশত এগার) বার

১৩। বিরাহুমাতিকা ইয়া আর্ হামার্ রাহিমীন্ ১১১ (একশত এগার) বার

(۱۳) بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

১৪ । আল্লাহুম্মা আমীন । ১১১ (একশত এগার) বার

(۱۴) اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن . ايك سو گياره بار ۱۱۱

(۱۵) يَارَبَّ الْعَالَمِينَ . ایکبار

১৫। ইয়া রব্বাল্ আলামীন ১ বার

খতমে গাউসিয়া শরীফের উপরিউক্ত নির্ধারিত তাসবীহগুলো আদায়ের পর হুজুর কিব্লা (র.)'র ইরশাদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত তসবিহসমূহ আদায় করবেন।

ختم غوثیہ شریف کی مذکورہ بالا تسبیحوں کو ادا کرنے کے بعد حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق مندرجہ ذیل تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں۔

১। আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ান্ হাইয়্যুল্-কাইয়্যুম, ওয়া
আতুব্ব ইলাইহি ১১১ বার

(۱) اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

২। সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী- সুব্হা-নাল্লা-হিল্ আলিয়্যিল্ আযী-মি
ওয়া বিহামদিহী- আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ্ । ১১১ (একশত এগার) বার

(۲) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

৩। বিস্মিল্লা-হিল্লা-যী- লা ইয়াদুররু মা'আ ইস্মিহী- শাইউন্ ফিল্ আরদ্বি
ওয়ালা- ফিছুসামা-ই ওয়াহুওয়াস সামী'উল্ 'আলী-মু।

১১১ (একশত এগার) বার

(৩) بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک سو گیارہ بار ۥ

☆ শাজরা শরীফ ☆

☆ মীলাদ শরীফ ☆

☆ আখেরী মুনাজাত ☆

شجرہ شریف سلسلہ قادریہ عالیہ سریکوٹہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے

کھول دے دروازہ رحمت گدا کے واسطے

رحمۃ للعالمین ختم رسل جان جہاں

احمد و حامد محمد مصطفیٰ کے واسطے

مشکلیں آسان فرما رنج و غم سب دور کر

صاحب جود و سخا شیر خدا کے واسطے

نور چشم فاطمہؑ یعنی حسین ابن علیؑ

سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے

مال و دولت ظاہر و باطن عطا کر غیب سے

شاہ زین العابدین شمع ہدا کے واسطے

حضرت باقر امام عارفین و کاملین

جعفر صادق امام پیشوا کے واسطے

وہ عمل سرزد ہو مجھ سے جسمیں ہو تیری رضا

موسیٰ کا ظم اور شہ موسیٰ رضا کے واسطے

حضرت معروف کرخی صاحب علم و عمل
سری سقطی سراج اولیاء کے واسطے
رزق وافر کر عطا محتاج غیروں کا نہ کر

حضرت جنید سب کے رہنما کے واسطے
خواجہ بو بکیم یعنی جعفر الشبلی ولی
عبدالواحد اسمعیلی پارسا کے واسطے
فرحت دل بخش علم معرفت سے شاد کر
بو الفرح طرطوسی بدر الدجی کے واسطے
قرشی ہنکاری اور مبارک بو سعید
ہو سعادت زاد راہ یوم جزا کے واسطے
سید حسنی حسینی یازدہ اسم عظیم
عبدالقادر بادشاہ دوسرا کے واسطے
بے نیازوں میں مجھے کر سرفراز و بے نیاز
شاہ جیلاں محی الدین قدم العلی کے واسطے
قبلہ عشاق حضرت سید عبد الرزاق
خواجہ بو صالح نظر غوث الوری کے واسطے
حضرت سید شہاب الدین احمد ذوالکرم
شرف دیں تخی بزرگ و پارسا کے واسطے

خواجہ سید شمس دین محمد باوقار
 شاہ علاؤ الدین علی مہ لقا کے واسطے
 شاہ بدر الدین حسین عارف اکمل ترین
 شرف دین تکی فاروق صفا کے واسطے
 خواجہ سید شرف دین قاسم بقا باللہ مقام
 سید احمد سرگروہ اتقیاء کے واسطے
 خواجہ سید حسین نور جان عارفاں
 سید عبد الباسط شاہ اسخیا کے واسطے
 سید عبد القادر ثانی ولی نامدار
 سید محمود صاحب باحیا کے واسطے
 فانی فی اللہ باقی باللہ شاہ عبد اللہ ولی
 شاہ عنایت اللہ صاحب باوفا کے واسطے
 حافظ احمد بارہ مولیٰ شیخنا عبد الصبور
 گل محمد خاص محبوب خدا کے واسطے
 عرف ہے کنگال اور ساری خدائی ہاتھ میں
 ایک نگاہ مہربس ہے دوسرا کے واسطے
 خواجہ محمد رفیق عالم علم خدا
 شیخ عبد اللہ ولی باصفا کے واسطے
 شاہ محمد انور شیخ اکابر نور و نور
 آل شہ یعقوب محمد ذوالعطا کے واسطے

قطب عالم غوثِ دوراں عبدالرحمن چھوہروی
انکا صدقہ ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے
معاف کر دے اے خدائے دو جہاں میرے گناہ
سید احمد شاہ قطبِ اولیاء کے واسطے
پاک طینت پاک باطن پاک دل کر دے مجھے
حضرت طیب شہ شاہ وگدا کے واسطے
جسم طاہر قلب طاہر روح طاہر دے مجھے
سید شہ پیر طاہر باخدا کے واسطے
ہو میرا ایمان کامل اور ہو روشن ضمیر
سید شہ پیر صابر باضیاء کے واسطے
جس نے یہ شجرہ پڑھا اور جس نے یہ شجرہ سنا
بخش دے سب کو تو جملہ پیشوا کے واسطے

ملاحظہ

شجرہ شریف پڑھنے کے وقت سننے والے صرف امین کہے اور تشہد کی طرح بیٹھے

شاجرا شریف

سبیل سبیل سے کادریا آلیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایسا ایلانی آپنی جاتے کبریاکے ویاستے
خولده در ویا یاے رهمت گدا کے ویاستے ।

رهمتوںیل آلامین ختمے رخل جانے جآها
آهمد و هامد مومماد(د.) مومفاکے ویاستے ।

موشکیلے آ-خا-ن فرما رچ و گم خب دूर कर
خاहेवे जू-दूँ व छथा शेर-ए खोदाके वियास्ते ।

नुरे चश्मे फातिमा ईया'नी होसाईन ईबने आली
सैय्यदुश शुहदा शहीदे कारवाला के वियास्ते ।

माल व दौलत जाहेर व बातिन आता कर गायब छे
शाहे गायनुल् आबेदीन शम्'ए हदाके वियास्ते ।

हयरत बाक्वेर् ईमामे आरिफीन व कामिलीन
जा'फार सादिक ईमाम व पेश'वियाके वियास्ते ।

उयह आमल् सरयद हो मुज्हे जिहमे हो तेरी रेजा
मूसा काजेम् आउर शाह मूसा रेजा के वियास्ते ।

हयरत मा'रुफे करखी खाहेवे ईल्म व आमल्
छिर्रिउ साक्ती सिराजे आडलिया-के वियास्ते ।

রিষক্ণ ওয়াফেৰ্ কৰ্ আতা মুহতাজ গায়ৰুঁ কা না কৰ্

হযরত জুনাইদ ছব্কে রাহনুমাকে ওয়াস্তে ।

খাজায়ে বৃ বকর ইয়া'নী জা'ফাবুশ্ শিবলী ওলী
আবদুল ওয়াহিদ আত-তামীমী পারছাকে ওয়াস্তে
ফরহাতে দিল্ বখশ্ এল্মে মা'রিফাত্ ছে শাদ্ কৰ্
বুল্ ফারাহ্ তরতুছিয়ে বদরুদোজাকে ওয়াস্তে ।

ক্বরশীয়ে হাফ্ফারী আওৰ্ মোবারক বৃ-সা'ঈদ
হো ছা'আদাত্ জাদেরাহ্ ইয়াওমে জাযাকে ওয়াস্তে
সৈয়্যদ হাসানী হোসাইনী ইয়াযদাহ্ ইছ্ৰ্মে আযীম
আবদুল কাদের বাদশাহে দো-ছরাকে ওয়াস্তে ।

বে নেয়ায়ুঁ মে মুবোহ্ কৰ্ সৰ্ফরায় ও বেনেয়ায
শাহে জীলাঁ মুহীউদ্দিন ক্বদমূল্ উলাকে ওয়াস্তে ।
ক্বিব্লায়ে ওশ্শাক্ব হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রাযযাক্ব
খাজা বৃ- ছালেহ্ নজৰ্ গাউসুল্ ওয়ারাকে ওয়াস্তে ।

হযরত সৈয়্যদ শিহাবুদ্দীন আহমাদ্ যুল্করম্
শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া বুযুৰ্গও পারসাকে ওয়াস্তে ।
খাজা সৈয়্যদ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ বা ওয়াক্বার
শাহ্ আলাউদ্দীন আলীয়ে মাহ্লেক্বা-কে ওয়াস্তে ।

শাহ্ বদরুদ্দীন হুসাইন আরেফে আকমাল্ তরীন্
শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ফারুব্ বা-সফাকে ওয়াস্তে ।
খাজা সৈয়্যদ শরফুদ্দীন ক্বাসিম বক্বা বিল্লাহ্ মক্বাম
সৈয়্যদ আহমদ্ ছৰ্ গোৰোহে আত্ক্বিয়াকে ওয়াস্তে ।

খাজা সৈয়্যদ হুসাইন্ নূরে জানে আরেফাঁ
সৈয়্যদ আবদুল বাসেতে শাহ্ আছখিয়াকে ওয়াস্তে
সৈয়্যদ আবদুল ক্বাদের সানী ওলীয়ে নামদার
সৈয়্যদ মাহমূদ ছাহেব বা-হাযাকে ওয়াস্তে ।

ফানি ফিল্লাহ্ বাক্কী বিল্লাহ্ শাহ্ আব্দুল্লাহ্ ওলী
শাহ্ ইনায়াতুল্লাহ্ ছাহেব্ বা-ওয়াফাকে ওয়াস্তে ।

হাফেয্ আহমদ বারাহ মূলী শাইখুনা আব্দুস সবূর
গুল্ মুহাম্মদ খাছ্ মাহবুবে খোদাকে ওয়াস্তে ।

ওরফ্ হ্যায় কাঙ্গাল আওর সারী খোদাঈ হাত মে
এক্ নেগাহে মেহরে বহ্ হ্যায় দোছরাকে ওয়াস্তে

খাজা মুহাম্মদ রফীক্ আলিমে ইল্‌মে খোদা
শাইখ্ আব্দুল্লাহ্ ওলীয়ে বা-ছফাকে ওয়াস্তে ।
শাহ্ মুহাম্মদ আনওয়ার শাইখ্ আকাবের নূরও নূর
আঁ শাহ ইয়া'কুব মুহাম্মদ যুল্ আতাকে ওয়াস্তে ।

কুতুব্ আলম্ গাউসে দাওরা আব্দুর রহমান চৌহরভী
উন্কা সদক্কা হাত্ উঠাতা হুঁ দু'আ কে ওয়াস্তে ।

মাফ কর্দে আয় খোদায়ে দোজাহাঁ মেরে গুনাহ্
সৈয়্যদ আহমাদ্ শাহ্ কুতুবুল্ আউলিয়াকে ওয়াস্তে ।

পাক্ ত্বীনত্ পাক্ বাতেন্ পাক্ দিল্ কর্দে মুবোহ্
হযরত তৈয়্যব্ শাহানশাহ্ ও গদাকে ওয়াস্তে ।

জিস্মে ত্বাহের্, ক্বল্‌বে ত্বাহের্, রুহে ত্বাহের্ দে মুবোহ্
সৈয়্যদ শাহ্ পীর তাহের বা-খোদাকে ওয়াস্তে ।

হো মেরা ঈমান কামেল্ আওর হো রওশন্ জমীর
সৈয়্যদ শাহ্ পীর সাবির বা-জিয়াকে ওয়াস্তে ।

জিছনে ইয়ে শাজরা পড়াহ্ আওর জিছনে ইয়ে শাজরা সুনা
বখশ্ দে ছব্ কো তু জুম্‌লা পেশ্‌ওয়া কে ওয়াস্তে ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শাজরা শরীফ পাঠকালে শ্রোতাগণ শুধু আ-মীন বলবেন

এবং তাশাহুদ্দ বৈঠকের মত বসবেন

গেয়ারভী শরীফের ফজীলত

‘মিলাদে শাইখে বরহক্ব’ বা ‘ফজায়েলে গাউসিয়া’ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গেয়ারভী শরীফের ফজিলত অগণিত; যার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে মুমিন মুসলমান বিশেষ করে গাউসে পাকের আশেকানের অবগতির জন্য কয়েকটি ফজিলত নিম্নে প্রদত্ত হল :

- যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতি চাঁদের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ আদায় করবে সে অল্প দিনের মধ্যে ধনী ও স্বচ্ছল হবে এবং তার দারিদ্র্য দূর হবে। যে ব্যক্তি ওটাকে অস্বীকার বা ঘৃণা করবে সে দারিদ্রের মধ্যে থাকবে।
- “তানায্যালুর রাহ্মাতু ইন্দা যিক্রিছ সোয়ালিহীন”র বর্ণনা অনুযায়ী, গেয়ারভী শরীফ যেখানে পালিত হয় আল্লাহর রহ্মত সেখানে অবতীর্ণ হয়।
- বর্ণিত আছে যে, হযরত গাউসুল আ‘জম (রাঃ) ১২ই রবিউল আউয়ালকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। একদিন স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন- “আমার বারই রবিউল আউয়ালের প্রতি তুমি যে সম্মান প্রদর্শন করে আসছ এর বিনিময়ে আমি তোমাকে গেয়ারভী শরীফ দান করলাম।”
- যে ব্যক্তি এটা পালন করবে সে খায়র ও বরকত লাভ করবে এবং পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এটা ক্বিয়ামত অবধি জারি থাকবে।
- যে ব্যক্তি সব সময় এটা পালন করবে সে বিপদ হতে রক্ষা পাবে; দুঃখ ও চিন্তামুক্ত হয়ে সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে।

অতএব, অজুর সাথে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে সম্মান সহকারে গেয়ারভী শরীফ পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

درود تاج پڑھنے کے بعد ہر سبج کو گیارہ مرتبہ پڑھی جائے

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ گیارہ بار ۱۱

(۲) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ اِلَیْهِ

(۳) درود شریف

(۴) سورہ فاتحہ

(۵) سورہ اخلاص

(۶) الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ سَيِّدِی یَا رَسُولُ اللّٰهِ گیارہ بار ۱۱

(۷) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ

(۸) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۹) **إِلَّا اللّٰهُ** گیارہ مارا

(۱۰) اَللّٰهُ گتیارہ مارا

(۱۱) اَللّٰهُ تَکْبِیْرَهٗ ۱۱

১২। হুওয়াল্লা-হু ১১বার। ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥ (১২)

১৩। হু- ১১বার। ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥ (১৩)

১৪। হুওয়াল্লাহু লায়ী লাইলাহা ইল্লা হুওয়া ১১বার।

(১৪) ॥ হুৱা ল্লে অল্দি ল্লে ল্লে ল্লে ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

১৫। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু ১১ বার।

(১৫) ॥ অল্লে ল্লে ল্লে ল্লে ল্লে ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

১৬। আঁল লা- ইলাহা ইল্লাহু ১১ বার।

(১৬) ॥ অঁল ল্লে ল্লে ল্লে ল্লে ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

১৭। আন্তাল্ হাদী আন্তাল্ হক্, লাইসাল্ হাদী ইল্লাহু-১১বার।

(১৭) ॥ অঁত্ অঁত্ অঁত্ অঁত্ অঁত্ ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

॥

১৮। হাস্বী রাব্বী জাল্লাল্লাহু-১১ বার।

(১৮) ॥ হাস্বী রাব্বী জাল্লাল্লাহু ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

১৯। মা-ফী ক্বাল্বী গাইরুল্লাহু- ১১ বার।

(১৯) ॥ মাফী ক্বাল্বী গাইরুল্লাহু ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২০। নূর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ১১ বার।

(২০) ॥ নূর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২১। লা-মা'বুদা ইল্লাল্লাহ ১১ বার।

(২১) ॥ লামেবুদা ইল্লাল্লাহ ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২২। লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহু ১১ বার।

(২২) ॥ লামোজুদা ইল্লাল্লাহ ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২৩। লা মাক্বুদা ইল্লাল্লাহু ১১ বার।

(২৩) ॥ লামক্বুদা ইল্লাল্লাহ ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২৪। হুওয়াল্ মুছাওউয়িরুল্ মুহীত্বো আল্লাহু ১১বার

(২৪) ॥ হুৱা ল্লে মুছোৱা মুছোৱা মুছোৱা ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২৫। ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম্ ১১ বার।

(২৫) ॥ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম্ ॥ হুৱা ল্লে গি়াৰে ১১বার ॥

২৬। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যাদী ইয়া রাসূলান্নাহ্ ১১বার

(২৬) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي

یا رسولُ اللہ
گیارہ بار ॥

২৭। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যাদী ইয়া হাবীবান্নাহ্ ১১ বার

(২৭) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ

گیارہ
বার ॥

২৮। ইয়া শায়খ্ সুলতান সৈয়্যদ আবদুল কাদের জীলানী শাইআল্লিন্নাহ্ ১১বার

(২৮) يَا شَيْخَ سُلْطَانٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي شَيْئًا لِلَّهِ

گیارہ بار ॥

২৯। দরুদ শরীফ (পূর্ব বর্ণিত নিয়মে) ১১ বার।

(২৯) درود شریف مذکورہ
گیارہ بار ॥

৩০। ক্বসীদায়ে গাউসিয়া শরীফ (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১ বার

(৩০) قصیدہ غوثیہ شریف ایک بار

৩১। মিলাদ শরীফ (বর্ণিত নিয়মে)

(৩১) میلاد شریف (حسب ترتیب)

৩২। যিক্র শরীফ :

(৩২) ذکر شریف

(ক) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার

(الف) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ۱۰۰

(খ) ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার

(ب) اَللّٰهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ۱۰۰

(গ) আল্লাহ্ ১০০বার

(ج) اَللّٰهُ سو بار ۱۰۰

৩৩ শাজরা শরীফ পাঠ

(৳৳) شجره شریف پڑھنا

৩৪ । আখেরী মুনাজাত

(৳৳) آخری مناجات

বারাভী শরীف آادایەر نیرم

باراভی شریف آادای گیاراভی شریفەر मतइ; তবে باراভی شریفه
উপরिउक्त प्रत्येक तसवीह् १२ बार करे पड़ते हवे ।

ترتیب بار هوئیں شریف

واضح هو کہ بار هوئیں شریف کی ترتیب بعینہ گیار هوئیں شریف کی ترتیب ہے
صرف بار هوئیں شریف میں ہر تسبیح بارہ (۱۲) مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔

قصیدہ غوثیہ شریف

السلام اے نور چشم انبیاء - السلام اے بادشاہ اولیاء

سَقَانِي الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوِصَالِ
فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِ
سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُؤُوسِ
فَهِمْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِ
فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُو
بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رَجَالِ
وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي
فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَافِي الْمَالِ
شَرِبْتُمْ فَضَلْتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي
وَلَا نِلْتُمْ غُلُوبِي وَإِصْصَالِ
مَقَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَلَكِنْ
مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِ
أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقَرُّبِ وَحُدِّي
يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ
أَنَا الْبَازِي أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخِ
وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِ

كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَاكِ عَزَمِ
وَتَوَجَّعَنِي بِتَيْجَانِ الْكَمَالِ
وَأُطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمِ
وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالَ
وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا
فَحَكَمَنِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ
وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارِ
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَالِ
وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ
وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارِ
لَخَمَدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ
وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتِ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِ
وَمَامِنَهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ
تَمُرُّ وَتَنْقُضِي إِلَّا آتَالِ
وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي
وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَالِ

مُرِيدِيهِمْ وَطَبُّ وَاشْطَحُ وَغَنِّ
وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَالٍ
مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي
عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالَ
طُبُولِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقْتُ
وَشَاوُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالَ
بِلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي
وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالَ
نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ
وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلَى قَدَمٍ وَإِنِّي
عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَذَرِ الْكَمَالِ
مُرِيدِي لَا تَخَفُ وَاشْ فَإِنِّي
عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ
دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِ
فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي
وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيفِ حَالِ

كَذَا ابْنُ الرَّفَاعِي كَانَ مِنْهُ
 فَيَسْلُكُ فِي طَرِيقِي وَاشْتِغَالِ
 رَجَالٍ فِي هَوَا جِرْهُمُ صِيَامٌ
 وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّالِ
 نَبِيَّ هَاشِمِي مَكِّي حِجَازِي
 هُوَ جَدِّي بِهِ نِلْتُ الْمَوَالِ
 أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخَدَّعُ مَقَامِي
 وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ
 وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي
 وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ
 أَنَا الْجِيلِيُّ مُحْيِي الدِّينِ اسْمِي
 وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ
 تَقَبَّلْنِي وَلَا تَرُدُّ سُؤَالِي
 أَغْنِنِي سَيِّدِي أَنْظُرْ بِحَالِ
 فَحَلِّ يَا إِلَهِي كُلَّ صَعْبٍ
 بِحَقِّ الْمُصْطَفَى بِدْرِ الْكَمَالِ

السلام اے نور چشم انبیاء

السلام اے بادشاہ اولیاء

ক্বসিদায়ে গাউসিয়া শরীফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আসসালাম আয় নূরে চশ্মে আমিয়া

আসসালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া

সাক্বানিল্ ছব্বু কা'সাতিল্ বিসালী

ফাক্বল্‌তু লিখাম্‌রাতী নাহ্‌ভী তা'আলী ।

চা'আত্ ওয়া মাশাত্ লি নাহ্‌ ভী ফি কুউসিন্,

ফাহিম্‌তু বি সুক্‌রাতী বাইনাল্ মাওয়ালী ।

ফাক্বল্‌তু লিসায়িরিল্ আক্বত্বাবি লুম্ম্,

বিহালী ওয়াদখুল্‌ আনতুম্‌ রিজ্বালী ।

ওয়া হাম্ম্ ওয়াশ্‌রাবু আনতুম্‌ জ্বুদী

ফাসাক্বীল্‌ কাওমি বিল্‌ ওয়াফিল্‌ মালালী ।

শারিব্‌তুম্‌ ফুদ্বলাতী মিম্‌ বা'দি সুক্‌রী

ওয়ালান্‌ নিল্‌ তুম্‌ উলুব্বী ওয়াত্তিসালী ।

মক্বামুকুমুল্‌ উলা জ্বাম্‌আওঁ ওয়ালাকিন্‌,

মক্বামী ফাউক্বাক্বম্‌ মা যালান্‌ 'আলী ।

আনা ফি হাদ্ব্‌রাতিত্‌ তক্বরীবি ওয়াহ্‌দী,

ইয়ুসাররিফুনী ওয়া হাছ্বী যুল্‌ জ্বালালী ।

আনাল্‌ বাযিয়্যু আশ্‌হাবু কুল্লা শাইখিন্‌,

ওয়া মান্যা ফির্‌ রিজালী উ'তা মিসালী ।

কাছানী খিল্‌ আতান্‌ বিত্‌রাযি আয্মিন্‌,

ওয়া তাওয়াজানী বিতীজানিল্‌ কামালী ।

ওয়া আত্বলাআনী আলা চির্রিন্‌ ক্বাদী-মিন্‌

ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'ত্বানী সুআলী ।

ওয়া ওয়াল্লানী আলাল্‌ আক্বতাবি জ্বাম্‌আন্‌

ফা হুক্ষ্মী নাফিয়ুন্ ফী কুল্লি হালী ।

ওয়া লাউ আল্‌ক্বায়তু সিররী ফী বিহারিন্,
লাসা-রাল্ কুল্লু গাওরান্ ফী যাওয়ালী ।

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়তু সিররী ফী জিবালীন্,
লাদুক্ষাত্ ওয়াখ্ তাফাত্ বাইনার্ রিমালী ।

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়তু সিররী ফাউক্বা নারিন্,
লাখামাদাত্ ওয়ান্ ত্বাফাত্ মিন্ সিররি হালী ।

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়তু সিররী ফাউক্বা মায়তিন্,
লাক্বামা বিক্বদ্রাতিল্ মাওলা তা'আলী ।

ওয়ামা মিন্‌হা শুহূরুন্ আও দুহূরুন্,
তামুরুর্ ওয়াতান্‌ক্বাদী ইল্লা আতালী ।

ওয়া তুখ্বিরুনী বিমা ইয়া'তী ওয়া ইয়াজরী,
ওয়া তু'লিমুনী ফা আক্বসির্ আন্ জ্বিদালী ।

মুরীদী হিম্ ওয়াত্বিব্ ওয়াশ্‌তাহ্ ওয়া গান্নিন্,
ওয়া ইফ্‌আল্ মা তাশা-উ, ফাল্ ইসমু আলী ।

মুরীদী লা তাখাফ্ আল্লাহ্ রব্বী,
আত্বানী রিফ্‌আতান্ নিল্‌তুল্ মানালী ।

তুবলী ফিস্ সামা-ই ওয়াল্ আরদ্বি দুক্বক্বাত্,
ওয়া শা-উচুচ্ সা'আদাত্ ক্বদ্ বাদালী ।

বিলাদুল্লাহি মুল্কী তাহ্‌তা হুক্ষ্মী,
ওয়া ওয়াক্বতী ক্বব্লা ক্বল্বী ক্বদ্ ছফালী ।

নাযর্তু ইলা বিলাদিল্লাহি জ্বাম্‌'আন্,
কা খর্দাল্‌তিন্ 'আলা হুক্ষ্মিত্ তিসালী ।

ওয়া কুল্লু ওলিয়িন্ আলা ক্বদমিউ ওয়া ইন্নী,
আলা ক্বদামিন্ নাবী বাদ্রিল্ কামালী ।

মুরীদী লা তাখাফ্ ওয়াশিন্ ফা ইন্নী,

আযমুন ক্বাতিলুন 'ইন্দাল্ ক্বিতালী ।

দারাস্তুল্ ইল্মা হাত্তা সিরতু ক্বত্ববান্,
ওয়া নিল্তুছ সা'দা মিম্ মাওলাল্ মাওয়ালী ।

ফামান্ ফী আউলিয়া ইল্লাহি মিস্লী,
ওয়ামান্ ফিল্ ইল্মি ওয়াত্ তাসরীফি হালী

কাযা ইব্নুর্ রিফা'ঈ কা-না মিন্নী,
ফা ইয়াসলুকু ফী ত্বরীক্বী ওয়াশ্ তিগালী ।

রিজ্বালুন্ ফী হাওয়াজির্ হিম্ সিয়ামুন্,
ওয়া ফী য়ুলামিল্ লায়ালী কাল্ লা আলী ।

নাবিয়্যুন হাশিমী মাক্কী হিজাযী
হুয়া জাদ্দী বিহী নিল্তুল্ মাওয়ালী ।

আনাল্ হাসানী ওয়াল্ মাখ্দা' মাক্কামী,
ওয়া-আক্দ্দা-মী 'আলা উনুক্বির্ রিজ্বালী ।

ওয়া আবদুল কাদিরিল্ মাশ্হুর্ ইস্মী,
ওয়া জ্বাদ্দী সাহিবুল্ আইনিল্ কামালী ।

আনাল্ জীলী মুহিউদ্দীনু ইস্মী,
ওয়া আ'লামী আলা রা'সিল্ জিবালী ।

তাক্কাব্বালনী ওয়ালা তার্দুদ সুআলী,
আগিস্নী সায্যাদী উন্যুর্ বিহা-লী ।

ফাহাল্লিল্ ইয়া ইলাহী কুল্লা স'বিন্,
বিহাক্বিল্ মুস্তফা (দ.) বাদরির্ কামালী ।

মিলাদ শরীফ

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির্ রজ্বীম, বিস্মিল্লাহির্ রহ্মানির্ রহীম

আল্হাম্দু লিল্লাহি ওয়া কাফা, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা ইবাদিহিল্লাযী
নাস্তাফা, খা-স্ সাতান্ আলা হাবীবিনা মুহাম্মাদিনিন্ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম । আম্মা বা'দ ফাকদু ক্বা-লাল্লাহু তা'আলা ফী কালামিহিল্ মাজ্বিদ,
লাকদু জ্বা'আকুম্ রসূলুম্ মিন্ আনফুসিকুম্, আযীযুন্ আলাইহি মা 'আনিত্তুম্
হারীছুন্ আলাইকুম্ বিল্ মু'মিনীনা রউফুর্ রহীম্ । ইল্লাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু
ইয়ুসল্লুনা আলান্ নবী । ইয়া আইয়ূহাল্ লায়ীনা আমানূ সল্লু আলায়হি ওয়া সাল্লিমু
তাস্লীমা-- দরুদ শরীফ (আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া
'আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া বারিক্ ওয়া সাল্লিম্) ।

সালাতুন্ ইয়া রাসুলান্নাহু আলাইকুম্

সালামুন্ ইয়া হাবীবান্নাহু আলাইকুম্

দো-আলম কেঁউ না হো কোরব্বাঁ উছী পর,
খোদা ভী হ্যায় রেজা জোয়ে মুহাম্মদ (দ.) ।

কতীলে খন্ঘরে বোররাঁ নেহী দিল্,
মগর্ কোরবানে আব্ রোয়ে মুহাম্মদ ।

ফলক্ হ্যায় যেরে ফর্মানে মুহাম্মদ (দ.)
বড়ী হ্যায় আর্শ ছে শানে মুহাম্মদ (দ.) ।

করেঙ্গে আশ্বিয়া মাহ্শর মে নাফ্ছী,
উঠেঙ্গে উম্মতী গোয়া মুহাম্মদ (দ.) ।

খোদা খোদ হ্যায় খরিদদারে মুহাম্মদ (দ.)
খোদা মিলতা হ্যায় বাজারে মুহাম্মদ (দ.) ।

আবু বকর ও ওমর ওসমান ও হায়দার,
বেলাশক্ চার হ্যায় ইয়ারে মুহাম্মদ (দ.) ।

মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা

রাহ্মাতাল লিল্ আলামীনা মারহাবা

জ্বল্‌ওয়াগর্হো ইয়া ইমামাল্‌ মুরসালীন্,
জ্বল্‌ওয়াগর্হো রাহ্মাতাল্‌ লিল্‌ আলামীন ।

জ্বল্‌ওয়াগর্হো গম্বাদৌকে দস্তগীর,
জ্বল্‌ওয়াগর্হো হাদিয়ে রওশন্‌ জমীর

জ্বল্‌ওয়াগর্হো জ্বল্‌ওয়ায়ে নুরে খোদা,
জ্বল্‌ওয়াগর্হো আয় হাবীবে কিবরিয়া ।

ক্বিয়াম

ফেরেশতুঁ কি সালামী দেনে ওয়ালী ফওজ গা তী থি
হযরতে আমেনা ছুন্‌তি থি তো ইয়ে আওয়াজ আতি থি

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লা-হ্‌ আলাইকা

বখ্তকা ছম্‌কে সেতারা
হাজেরী কা হো ইশারা
দেখ্‌ কর্‌ রওজা পিয়ারা
পের্‌ কেহে উম্মত তুম্‌হারা । ইয়া নবী-

আপহী মুশ্কিল্‌ কোশা হ্যায়
খল্‌ক্‌ কে হাজত্‌ রওয়া হ্যায়
শাফিয়ে রোযে জাযা হ্যায়
জো কহুঁ উস্‌ সে ওয়ারা হ্যায় । ইয়া নবী-

রহম্‌ত-কে তাজওয়ালে
দো জাঁহা কে রাজওয়ালে,
আরশ্‌ কী মি'রাজ ওয়ালে
হাম্‌ আছিয়ৌ কে লাজ্বওয়ালে । ইয়া নবী-

জান্ কর্ কাফী সাহারা
লেলিয়া হ্যায় দর তুম্‌হারা
খল্‌ক্‌কে ওয়ারিচ্‌ খোদারা,
পারহো বেড়া হামারা । ইয়া নবী-

বাদশাহে আন্দিয়া হো
নূরে জাতে কিবরিয়া হো
খল্‌ক্‌ কে মুশকিল কোশা হো
জো কহুঁ উস সে ওয়ারা হো । ইয়া নবী-

জ্বল্‌ওয়ায়ে খাইরুল্‌ বশর হো
উনকা দর আওর মেরা ছরহো
ইচ্‌ জাহাঁছে জ্বব্‌ সফর হো,
ছব্‌জ গুম্‌দ পর নজর হো । ইয়া নবী-

বাহরে ইচ্‌ইয়া মে সফীনা,
আ-গেয়া মুশকিল্‌ হ্যায় জীনা
পার হোনে কা ক্বরীনা,
হো আত্মা শাহে মদীনা । ইয়া নবী-

ওয়াসেতা আলে আ'বা কা,
সদ্‌ক্বা-এ-নূরে ফাতিমা কা
আওর্ শহীদে কার্বালা কা,
গম্‌ নাহো রোযে জাযা কা । ইয়া নবী-

আয্‌ তোফায়লে গাউসে আ'যম,
বাদশাহে হার্‌ দো আলম
সদ্‌ক্বা-এ-ইমামে আ'যম,
দূরহো সব্‌হীকে রঞ্জ ও গম । ইয়া নবী---

লাখৌ সালাম

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখৌ সালাম
শম্য়ে বয্মে, হেদায়ত পে লাখৌ সালাম

মোহরে চরখে নবুয়ত পে রওশন্ দুরুদ,

গুলে বাগে রেসালত পে লাখৌ সালাম ।

রবেব আলা কি নে'মত পে আলা দুরুদ,

হক্ক তায়ালা' কি মিন্নত পে লাখৌ সালাম ।

উন্কে মাওলাকে উন্পর্ করোড়ো দুরুদ,

উন্কে আসহাব ও ইতরত পে লাখৌ সালাম ।

গাউসে আযম ইমামাত তুক্কা ওয়ান্ নুক্ক্কা,

জল্ওয়ায়ে শানে ক্বুদ্রত পে লাখৌ সালাম ।

চৌহরভী হযরতে খাজা আব্দুর রহ্মান,

উছ নগীনে বেলায়ত পে লাখৌ সালাম ।

মুর্শেদী হযরতে ক্বিব্লা সৈয়্যদ আহমদ,

পেশওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত পে লাখৌ সালাম ।

মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা তৈয়্যব শাহ্,

হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত পে লাখৌ সালাম ।

মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা তাহের শাহ্,

যীনতে ক্বাদেরিয়ত পে লাখৌ সালাম ।

মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা ছাবের শাহ্,

রওন্কে আহ্লে সুন্নাত পে লাখৌ সালাম ।

কামেলানে ত্বরীক্বত পে কামেল্ দুরুদ,

হামেলানে শরীয়ত পে লাখৌ সালাম ।

মেরে উস্তাযো মা বাপো ভাই-বহিন্,

আহ্লে ওল্দো আশীরত পে লাখৌ সালাম ।

সৈয়্যদী হযরত ক্বিব্লা আহমদ রেজা,

উছ মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত পে লাখৌ সালাম ।

এক মেরাহী রহমত পে দাওয়া নেহী,

শাহ্ কি ছারী উম্মত পে লাখৌ সালাম ।

জানকর কাফি ছাহারা
লেলিয়া হ্যায় দর তুম্হারা,
খল্কু কে ওয়ারীছ খোদারা,
লো সালাম আব্ তো হামারা
ইয়া নবী সালামু আলাইকা,
ইয়া রসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা,
সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা ।

আসসালাম আয় 'মিম' ও-'হা'-ও 'মিম' ও 'দাল'
আসসালাম আয় বে নযীর ওয়া বে মে সাল্
আসসালাম আয় ছব্জে গুম্বদ কে মকীন্,
আসসালাম আয় রাহ্মাতাল্ লিল্ আলামীন ।

হাবীবী ইয়া রসূলান্নাহ্
সাল্লান্নাহ্ আলাইকা ওয়াসাল্লাম
তু ছখী তেরা ছখী দরবার হ্যায়,
গর্ করম্ করদো তো বে'ড়া পার হ্যায় ।
দস্ত বস্তাহ্ হ্যায় খাড়ে হাজের্ গোলাম,
পেশ কর্তে হ্যায় গোলামানা সালাম ।
আয় খোদাকে লাড়লে পেয়ারে রসূল,
ইয়ে সালামী আজেযানা হো ক্ববুল্ ।
মদীনে কে চাঁন্দ হাজারোঁ সালাম ।
মদীনে কে চাঁন্দ লাখোঁ সালাম ।
মদীনে কে চাঁন্দ কোরোড়োঁ সালাম ।
মদীনে কে চাঁন্দ বে-হদ্ সালাম ।

বালাগাল্ উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহি
হাসুনাৎ জামী'উ খিছালিহী
সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী ।

ত্বরীকত সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণী

من چه گویم شرح وصف آل جناب

آفتاب است آفتاب است آفتاب

মান্চেহ্ গোয়াম্ শরহে ওয়াহ্ফে আঁ জনাব
আফতাব্ আস্ত, আফতাব্ আস্ত আফতাব্ ।
(আমি ঐ জনাবের গুণাবলীর কি বিশ্লেষণ করব?
তিনিই সূর্য, তিনিই সূর্য, তিনিই তো সূর্য) ।

چشم روشن کن ز خاک اولیا

تابه بینی ز ابتدا تا انتها

চশ্মে রওশন্ কুনজে থাকে আউলিয়া ।
তা-ব-বীণি জেএব্তেদা তা-এন্তেহা ।
(আউলিয়া কেরামের পদধূলি দ্বারা চক্ষু উজ্জল কর ।
তা হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে ।

گر تو خواهی هم نشینی با خدا

گو نشینی در حضور اولیاء

গর্তু খাহী হাম্নশীনি বা-খোদা
গো নশিনী দর্ হুজুরে আউলিয়া ।
(তুমি যদি খোদার সাথে বসতে চাও
তাহলে আউলিয়ায়ে কেরামের দরবারে বস) ।

ایک زمانه صحبت با اولیاء

بہتر از صد ساله طاعت بے ریا

এক জমানা ছোহ্‌বতে বা-আউলিয়া,
বেহ্তর্ আজ্ হুদ্ ছালা ত্বা'আত্ বেরিয়া ।

(আউলিয়া কেরামের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ বসা, শত বছরের বেরিয়া
[লৌকিকতাহীন] ইবাদত হতেও উত্তম)

تو مباح اصلاً کمال ایں است بس
تو درو گم شو وصال ایں است و بس

তু-মবাহ্ আছলান্ কামাল হুঁ আস্ত ও বহু,
তু-দরো গোম শো বেছাল্ হুঁ আস্ত ও বহু ।

(তুমি নিজেকে বিলীন করে দাও । এটাই তোমার পরিপূর্ণতা, এটাই তোমার জন্য
যথেষ্ট । তুমি পীরে কামেলের মধ্যে বিলীন হও, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট ।

آنانکه خاک را به نظر کیما کند
آیا بود که گوشه چشم بما کنند

আঁ-না-কে খাকরা ব নজর কীমিয়া কুনন্দ,
আ-য়া বুয়াদ্ কেহ্ গোশায়ে চশ্ম বমা কুনন্দ ।

(যাঁরা দৃষ্টি দ্বারা মাটিকে স্বর্ণ করেন, কতই উত্তম হতো যদি তাঁরা আমাদের প্রতি
নজর করতেন ।)

آفتاب آمد دلیل آفتاب
گرد لیلیت باید از وئے رومتاب

আফ্-তাব্ আমদ দলীলে আফ্-তাব,
গর দলীলত্ বায়দ আয ওয়াই রো মতাব্ ।

(সূর্য যে সূর্য-এর প্রমাণ সূর্য নিজেই ।

যদি তোমার প্রমাণের দরকার হয়, তাহলে সূর্যের দিক হতে চোখ ফিরাইওনা)

قرب جانی را بعد مکانی نیست

ক্বোর্বে জানী রা বো'দে মকানি নীস্ত ।

(প্রেম যদি দিলে থাকে 'দূর' মোটেই দূরে নহে ।)

মাশায়েখ হযরাতের গুরুত্বপূর্ণ বাণী

✓ জামেয়া কী খেদমত কো আপ জুমলা ভাইয়ো ! নম্বরে আউয়াল্ মে রাফেঁহ্, দুনিয়া কী ধাক্কো আওর কামোঁ দোছ্‌রে, তেছ্‌রে নম্বর মে রাফেঁহ্ । উছী হিছাব ছে আপ্ ভাইয়োঁ কে ছাথ্‌ভী এয়ছাহী মুয়ামালা হোগা, আপ্‌কে তামাম্ নেক্ কামোঁ কো উছী তরতীব্ ছে ছারাঞ্জাম্ দিয়া জায়েগা, ইনশা আল্লাহ ।

-হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রাহ.)

✓ মুঝ্‌ছে মুহাব্বত্‌ হ্যায় তো মাদ্রাসা কো মুহাব্বত্‌ করো, মুঝ্‌হ্‌ দেখ্না হ্যায় তো মাদ্রাসা কো দেখো ।

- হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রাহ.)

✓ আপনি যাকাত কো চার হিসসা কর্‌কে এক হিসসা জামেয়া কি মিস্কীন তোলাবোঁ কো দিয়া করো, বাকী তিন হিসসা আপ্‌নে হক্কদার্‌ মিস্কীনোঁ কো তক্কসীম কিয়া করো । - হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)

✓ কাম করো, ইসলাম কো বাচাঁও ! দ্বীন কো বাচাঁও! সাচ্ছা আলেম তৈয়ার করো!

-হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)

✓ খেদমতে জামেয়া আপ লোগোঁকে দো-জাহান কি কামিয়াবী আওর তরক্কী কা আজীমুশ্‌শান উছিলা হ্যায় । খেদমতে জামেয়া মুর্শিদে বরহক্ক কী তরফ্‌ ছে বল্‌কেহ্‌ হাজরাত কী তরফ্‌ ছে আপ্‌ ভাইয়োকী ডিউটী মে দাখেল্‌ হ্যায় ।- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)

✓ আপ্‌ লোগোঁনে জামেয়া কা জিম্মা লিয়া, আওর মে‌রে ছাথ্‌ ওয়াদা কিয়া । আগর্‌ ইছমে গাফ্‌লতী কিয়া তো, রসূলুল্লাহ্‌ আওর বাজী আপ্‌ লোগোঁকো নেহী ছোড়েঙ্গে, মাইভী নেহী ছোড়োঙ্গা ।

- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)

✓ “আপ্‌ জামেয়া কী খেদমত করে, জামেয়া আপ কী খেদমত করে গা ।- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)

✓ মুর্শিদ কী মন্‌জুরে নজর্‌ বন্‌নেকে লিয়ে উচ্‌-চে-মোহাব্বত্‌ মে কামাল্‌ হাসেল্‌ কর্না নেহায়ত্‌ জরুরী হ্যায় ।

অর্থ :- মুর্শিদ (পীর) এর প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা অত্যন্ত জরুরী ।

- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

✓ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী মোহাব্বত আইনে ঈমান হয়।

অর্থঃ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালবাসাই প্রকৃত ঈমান।

- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

✓ দোহরৌ কী আইব জু-ঈ চে কোয়ী ফায়েদা নেহী

অর্থঃ- অপরের ছিদ্রাশ্বেষণে কোন ফায়দা নেই।

-হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

✓ তৈয়্যব কা মক্কাং বহুত উচাঁ হয়, তৈয়্যব মাদরুজাদ্ অলী হয়।

অর্থঃ-তৈয়্যব শাহ্'র অবস্থান (মর্যাদা) অতীব উচ্চে, তৈয়্যব শাহ্ গর্ভজাত অলী।

- হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রা.)

✓ আস্হাবে কাহাফ্ কা কুত্তা নেক্ লোগৌ কী সুহুবত্ কী ওয়াজাহ্ চে জান্নাত'মে জায়েগা, অওর হজরত নূহ (আঃ) কে বেটা বুৰৌ কী সুহুবত্ কী ওয়াজাহ্ চে আযাবে ইলাহী চে বাচ্ ন চেকা, যব্কে শয়তান কো নেক আমল অওর ইবাদত নে কুচ্ ফায়েদা ন দিয়া।

অর্থঃ- আসহাবে কাহাফ্ এর কুকুর সৎলোকের সংশ্রবের কারণে জান্নাতে যাবে। আর হযরত নূহ (আঃ) এর সন্তান অসৎ লোকের সাহচর্যের কারণে আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পায়নি; যেমনিভাবে, শয়তানকে স্বীয় সৎকার্য ও ইবাদত কোন উপকারিতা দেয়নি।

- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

✓ রুহানী মোলাক্কাত কী পোখ্তগী কে লিয়ে জিস্মানী মোলাক্কাত্ কা হো-না- নেহায়ত জরুরী হয়। - হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

✓ সিল্‌সিলাহ্ মে দাখেल् হো-নে কা মক্‌সদ্ হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তক্ রসা-ই-হ্যায়।

অর্থঃ- “ত্বরিক্বতের (পরম্পরা সূত্রে) প্রবেশ করার উদ্দেশ্য হলো হুজূর (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছা।

- হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.)

প্রসঙ্গ : মাজমু'আহ্ সালাওয়াতির রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া আসহা-বিহী ওয়াসাল্লাম

পূর্ণ নাম

মুহায়্যিরুল উকূল ফী বায়ানি আওসাফি আকলিল উকূল আল্ মুসাম্মা বিমাজমুআতি সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ।

রচয়িতা

শায়খুল মাশায়েখ, ওয়াক্কেফে আসরারে মা'রিফাত, খাজায়ে খাজেগান, খলীফায়ে শাহে জীলান, মা'আরেফে রব্বানীর ধারক, লদুনী ইলমের বাহক, খাজা আবদুর রহমান চৌহরতী রাদিয়াল্লাহু আনহু (১৮৪৩-১৯২৩খ্রি.) ।

আঙ্গিক সৌষ্ঠব

৩০ পারা বা খণ্ডে বিন্যস্ত । প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত সর্বমোট ১৪৪০ পৃষ্ঠায় রচিত (৩য় সংস্করণ) ।

রচনাকাল

১২ বছর ৮ মাস ২০ দিনে রচনা সম্পন্ন হয় । ২০ শতকের গোড়ার দিকে রচয়িতার জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপি রচিত হলেও বিষয়টি প্রকাশ হয় তার ওফাত পরবর্তী সময়ে ।

১ম সংস্করণ

পীরের নির্দেশে প্রধান খলিফা পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাতে আলে রসূল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উদ্যোগে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মরহুম শেঠ আহমদের অর্থায়নে রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত হয় । এর ভূমিকা লিখেন আল্লামা ইসমাতুল্লাহ্ সিরিকোটী । এ ভূমিকায় বর্ধিত সংযোজনা আরোপ করেন শাহেনশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ।

২য় সংস্করণ

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭২ হিজরি শাহেনশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উদ্যোগে মাওলানা আমীর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ।

৩য় সংস্করণ

মুর্শেদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নির্দেশনায় আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪০২ হিজরিতে পাঁচ হাজার কপি ছাপানো হয় ।

৪র্থ সংস্করণ

পরবর্তীতে দরবারে আলিয়া সিরিকোট শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ ও অনুজ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিলুহ্মাল আলী'র পৃষ্ঠপোষকতায় এর অনুবাদসহ চৌহর শরীফ পাকিস্তান হতে অফসেট কাগজে এর নবতর সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১৪১৬ হিজরিতে। এটার উর্দু অনুবাদ করেন প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আল্লামা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী। এ মহান গ্রন্থ ছাপার সম্পূর্ণ খরচ বহন করেন আবুধাবী প্রবাসী, হাটহাজারী চট্টগ্রাম নিবাসী আলহাজ্ব আব্দুল জব্বার প্রকাশ ইউনুছ কোম্পানী।

মাজমু'আহ-এ সালাওয়াতে রসূল কিতাবের বৈশিষ্ট্য

আঙ্গিক বিন্যাসে কোরআন-হাদীসের সাদৃশ্য রক্ষা: পবিত্র কোরআনে মজীদ এবং হাদীসের জগতে বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী শরীফের মত এটিও ৩০পারায় বিন্যস্ত। স্বয়ং রচয়িতা তাঁর প্রধান খলিফাকে পত্র দ্বারা তেমনই ইঙ্গিত করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এ মহান মনীষী তাঁর বিশাল রচনা সম্ভার জীবদ্দশাতেই রচনা করে গোপন রাখেন। পরে ওফাতের সময় ঘনি়ে এলে আমাকে পত্র মারফতে জানান ‘মাজমু'আতে সালাওয়াতে রাসূল’ রচিত হয়েছে, যা সহীহ বুখারী শরীফের মত ৩০ পারা সম্বলিত, প্রতিটি পারা কোরআন শরীফের পারা থেকে কিছু বড়।”

দুরুদ উপজীব্য

শুধু প্রিয়নবীর উপর দুরুদ শরীফের উপর রচিত এত বৃহদাকার গ্রন্থ সম্ভবত আর রচিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফেরেশতাদের নিয়ে নবীর জন্য যে বিশেষ অনুগ্রহের ধারা প্রবাহিত করেছেন এবং ঈমানদারকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা হল দুরুদ শরীফ পাঠ করা। আর খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বিশাল গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে সে কাজটিই উপজীব্য করেছেন। এ কারণে সাল্ফ-ই সালিহীনদের মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অনন্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

প্রিয়নবীর প্রিয়ভাষা আরবী বলেই নবীর এ অতুলনীয় আশেক খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে অনারবী হয়েও এ কিতাবের ভাষা বেছে নিয়েছেন আরবী। তাও রীতিমত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান নিয়ে রচিত। একজন অনারব আরবী ভাষায় এতটা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন যে, তাতে আকুল তথা বুদ্ধি-বিবেক খেই হারাতে হয় বৈকি।

ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্ব

এ কিতাবে সন্নিবেশিত দরুদসমূহে প্রার্থনার আঙ্গিকে একদিক থেকে রাব্বুল আলামীনকে সম্বোধন করা হয়েছে, সাথে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা-স্তুতিও রচিত হয়েছে। সর্বোপরি একজন মুমিন আশেকের প্রয়োজনীয় হাজাত ও প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, দরুদ পরিবেশনার আদলে নবীজীর বাহ্যিক ও আত্মিক সৌন্দর্যের যে অনুপম বর্ণনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, এতে বোদ্ধা শ্রেণীর মরমী পাঠকের কল্পলোকে প্রিয়নবীর অস্তিত্ব অনুভব করাও বিচিত্র নয়।

আল্লামা ইসমতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মহান কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেন- “এ কিতাবের তাওহীদী তত্ত্বজ্ঞানসমূহ এবং প্রেমশক্তি এত দুর্নিবার ও উচ্চ যে, তা নিগূঢ় রহস্যময় ও প্রকৃত গোপন সত্ত্বা মহান আল্লাহর প্রতি পাঠককে একান্ত মোহাবিষ্ট করে দেয়। ... এটা পাঠকের জন্য প্রিয় রাসূলের ভাবনা, তাঁর নূরগত, প্রকাশগত, জ্ঞানগত, কার্যগত, চরিত্রগত এককথায় সর্ববিষয়ে জ্ঞান দান করে।”

যে কিতাবে সব বিষয়ের সন্ধান ও উদাহরণ মিলে হাদীস বিশেষজ্ঞরা তা ‘জামে’ বলে মন্তব্য করেন। যে অর্থে বুখারী শরীফ ‘জামে’ কিতাব। মাজমু‘আয়ে সালাওয়াতে রাসূল কিতাবটি প্রিয়নবীর এক অভিনব জীবনচরিত এবং সর্ববিষয়ের আধার বললে যে অত্যুক্তি হবে না, গবেষকমহল তা গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে কিতাবের উর্দু অনুবাদক আল্লামা আশরাফ সিয়ালভীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

“সম্মানিত রচয়িতা এখানে শুধু দরুদ শরীফ একত্রিত করাকে যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং সাযিদুল আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির প্রথম হওয়া, নূরানী সত্ত্বা হওয়ার প্রমাণ অভিনব পন্থায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর পবিত্র জন্মের হৃদয়গ্রাহী অবস্থা, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্র, মানবীয় সুকুমার বৃত্তির গুণসমূহের পূর্ণপ্রকাশ, তাঁর মি‘রাজসহ অলৌকিক বিষয়াদি এবং অপরাপর উচ্চতম মহত্ত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা দ্বারাও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এটাকে ‘সীরাত’ ও খাসায়েস গ্রন্থের সঙ্কলনে পরিণত করেছেন। শরঈ বিধানসম্মিলিত প্রিয়নবীর বাণীসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত করে এটাকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সারাংশে রূপ দিয়েছেন। ‘তাসাওফধর্মী’ বর্ণনায় সমৃদ্ধ করে তাসাওফের অমূল্য দলীলের মর্যাদায়ও এটাকে উন্নীত করেছেন। আরবী সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ রীতিতে কঠিন-জটিল বাক্য বিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা এটাকে উন্নত আরবী সাহিত্যের বিরল উদাহরণে পরিণত করেছেন। ... নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ হাজারো দরুদ-সালামের যেমন ভাণ্ডার, তেমনি আক্বিদা আমল ও চরিত্র সংশোধন ও পরিশুদ্ধির জন্য সরল-সঠিক পথপ্রাপ্তিরও সহায়ক।”

খণ্ড বিভাজন ও শিরোনাম

ভাষাগত বৈচিত্রের কথা আপাতত বাদ দিলেও এর খণ্ড বিভাজনে যে শিরোনাম রাখা হয়েছে, সেই ত্রিশটি শিরোনামে অন্তত ত্রিশজন বিদগ্ধ গবেষক নিদেনপক্ষে ত্রিশটি গবেষণার বিষয়তো পাবেন। যেমন: প্রিয় নবীর ১. নূর ও তাঁর প্রকাশ, ২. তাঁর নূরানী সত্ত্বা ও বরকতময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ, ৪. তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য, ৫. তাঁর হাসাব-নসব তথা পূর্বপুরুষ, বংশপরম্পরা, ৬. তাঁর মান-মর্যাদা ও আভিজাত্য, ৭. তাঁর যাতী ও সেফাতী নামসমূহ, ৮. তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, ৯. তাঁর প্রশংসা ও মহিমা গান, ১০. তাঁর মি'রাজ ও উর্ধ্বলোক ভ্রমণ, ১১. তাঁর তাসবীহ ও তাহলীল, ১২. তাঁর ধৈর্য ও সংযম, ১৩. তাঁর দু'আ ও প্রার্থনা, ১৪. তাঁর বাণী ও বচন, ১৫. তাঁর নুবুয়ত ও রিসালাত, ১৬. তাঁর মহত্ত্ব ও সম্মান, ১৭. তাঁর সুপারিশ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির যোগসূত্রতা, ১৮. তাঁর অবস্থান ও অবস্থানগত প্রভাব, ১৯. তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণাদি ও সুসংবাদসমূহ, ২০. তাঁর প্রেম ও প্রেমাস্পদ, ২১. তাঁর প্রজ্ঞা ও অদৃশ্যজ্ঞান, ২২. তাঁর মু'জিয়া ও অলৌকিকত্ব, ২৩. তাঁর দাওয়াত ও আহ্বান, ২৪. তাঁর আদেশ-নিষেধ, ২৫. শুহুদ ও মাশহুদ (গুপ্তে-ব্যক্তে তাঁর উপস্থিতি), ২৬. তাঁর অনুপম চরিত্র, ২৭. তাঁর নৈকট্য ও আপনজন, ২৮. তাঁর সম্পৃক্ততা ও সাহচর্য, ২৯. তাঁর লিওয়ায়ে হাম্দ ও মকামে মাহমুদ, ৩০. সৃষ্টিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব।

বিপন্ন মানবতায় রহমতের উসিলা

দরুদ শরীফ নিঃসন্দেহে এমন অনন্য নিয়ামত, যা সর্বরোগের মহৌষধ ও সব সমস্যার ঐশী সমাধান। এ কিতাব তাই বিপন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর রহমত লাভের




এক অপার্থিব উসিলা তথা মাধ্যম। বিপদ-আপদ, মহামারি, ব্যবসায় অবনতি, জাহাজডুবি, জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়াসহ জাগতিক জীবনে সমস্যার ফিরিস্তি শেষ হওয়ার নয়। কোরআন শরীফ ও বুখারী শরীফের মত ৩০ পারায় এ কিতাব রচনার পেছনে একটা বিশেষত্ব এও যে, এ কিতাবের খতম আদায়ের মাধ্যমে বিপন্ন মানবতার সহায়ক হিসেবে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তিতে এই খতমে সালাওয়াতুর রাসূল পরশপাথরের মতই অব্যর্থ নেয়ামত ও মহান উসিলা। এ জন্যই ঘরে ঘরে এর তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর খতম আদায়ের প্রচলন পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে।

অলৌকিকত্ব

জাগতিক শক্তি দ্বারা যে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়না, তা এ দরুদ শরীফের খতমের মাধ্যমে আল্লাহর মহান অনুগ্রহে অনায়াসে অচিন্তনীয়ভাবে সমাধান হয়ে

যাওয়া এ কিতাবের বড় অলৌকিকত্ব। তবে সবচে' বড় আশ্চর্যের বিষয়, যা এ কিতাবের প্রধান বিশেষত্বঃ তা হল স্বয়ং রচয়িতা, প্রাতিষ্ঠানিক কোন বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া, যিনি মজ্জবেও এক দিনের বেশী যাতায়াত করেননি, তাঁর হাতে এমন অতুলনীয় গ্রন্থ রচিত হওয়ার চেয়ে অলৌকিকত্ব আর কী হতে পারে। এ যেন উম্মী নবীর 'মা কা-না ওয়ামা- যাকুনু' এর গায়েবী ইলমের দরিয়া হতে ডুব দিয়ে আনা এক অপার্থিব জ্ঞানের অপার রহস্যের ভাণ্ডার। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ কিতাবের নিয়মিত তিলাওয়াতকে ওয়াজিফা হিসেবে গ্রহণ করা অতীব ফলদায়ক। তাছাড়া নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিজে খতম আদায় করতে পারলে তার হজ্জে বায়তুল্লাহ ও নবীর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত অনেক পীরভাইয়ের জীবনে দেখা গেছে।

তথ্য নির্দেশ :

-  মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূলের ভূমিকা
কৃত: আল্লামা ইসমতুল্লাহ সিরিকোটী
-  শাজরা শরীফ
প্রকাশনায়: আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
-  মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রসূলঃ বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব
কৃত. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (ট্রাস্ট)র

নীতিগত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ

- সিল্‌সিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া সিরিকোট শরীফ এর মাশায়েখ্ হযরাতের নামে কোন প্রতিষ্ঠানের নামকরণের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- খতমে গেয়ারভী শরীফ ও বারাবী শরীফ'র অনুষ্ঠান হুজুর ক্বিব্‌লার অনুমতি সাপেক্ষে পালন করা যাবে।
- প্রতি চান্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাত্রে শহর এলাকায় (চট্টগ্রাম মহানগর) কেবল আলমগীর খান্‌ক্বাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া ও বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খান্‌ক্বাহ শরীফেই খতমে গেয়ারভী ও বারাবী শরীফ পালন করা যাবে।
- শহরের (চট্টগ্রাম মহানগর) বাইরে খতমে গেয়ারভী ও বারাবী শরীফ হুজুর ক্বিব্‌লার পূর্বানুমতি গ্রহণ পূর্বক নির্ধারিত তারিখে পালনীয়।
- আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (ট্রাস্ট)'র পরিচায়ক সবুজ রঙে সাদা চাঁদ ও চার তারকাবিশিষ্ট পতাকা অন্য কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা আইনত অপরাধ।
- হুজুর ক্বিব্‌লা (রহ.) বা আমাদের মাশায়েখ্ হযরাতের প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ধরনের প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়ার পূর্বে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (ট্রাস্ট)এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের অনুমতি নিতে হবে।

সুরণীয় যাঁরা

যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্তমানে বহির্বিশ্বে ও দেশের বিভিন্ন জিলা ও উপজেলায় আলা হযরতের নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ, খানকাহ শরীফ, মসজিদসমূহ ও আজকের সুবিশাল আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া সেই সব বিশিষ্টজনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির হাছেন

আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, নূর মুহাম্মদ সওদাগর আলকাদেরী, আবদুল জলিল বিএ, ছুফি আবদুল গফুর, আবদুল লতিফ (কুমিল্লা), ডা. তাফাজ্জল হোসেন (কাঠিরহাট), শেখ আফতাব উদ্দীন, ওয়াজির আলী সওদাগর আলকাদেরী, আমিনুর রহমান সওদাগর আলকাদেরী, জয়নুল আবেদীন, ডাঃ ছামি উদ্দীন, আবদুস্ সাত্তার (নজুমিয়া লেইন), মাওলানা এজহার আহমদ (বাঁশখালী), নূরুল ইসলাম সওদাগর আলকাদেরী, হযরত উদ্দীন চৌধুরী (নাজিরপাড়া), আজিজুর রহমান চৌধুরী, আবুল বশর সওদাগর (হালিশহর), তাফাজ্জল হোসেন (কাউলী), আকরম আলী খান (বাকলিয়া), মাওলানা আহমদ ছোবহান, ফজলুর রহমান সরকার, আবু বকর (বাঞ্ছারামপুর), ডাঃ মুহাম্মদ হাশেম, আলহাজ্ব নজীর আহমদ সওদাগর, আলহাজ্ব মুহাম্মদ রশিদুল হক, ডাঃ নওয়াব আলী (ফতেয়াবাদ), কাজী মুহাম্মদ গোলাম

কিবরিয়া (গহিরা), মুহাম্মদ মিয়া (ফতেয়াবাদ), নাজমুল হক (অ্যাডভোকেট), আবু আহমদ চৌধুরী (গহিরা), আবদুল মজিদ (রশিদাবাদ), জাকির হোসেন কন্ট্রাক্টর, আবদুল জলিল চৌধুরী (ঘাটফরহাদবেগ), মাস্টার আবদুল কাইয়ুম (লোহাগাড়া), ডা. ছৈয়দুজ্জামান (ঢাকা), অধ্যক্ষ আবুল খায়ের (মিরসরাই), ডাঃ শামসুল হুদা, ডা. লালমিয়া (রাউজান), ডা. আবদুস সালাম (রাউজান), আহমদুর রহমান এম.এ. বিল (চন্দনাইশ), ওসমান গণী সওদাগর (আগ্রাবাদ), আবদুস সাত্তার চৌধুরী (পাঠানদন্ডী), মুহাম্মদ জাকারিয়া (হালিশহর), আহমদ হোসেন চৌধুরী (রশিদাবাদ), সিরাজুল হক (ঢাকা), আলতাফ হোসেন চৌধুরী (রশিদাবাদ), মুহাম্মদ আলী মিয়া (আশরাফ আলী রোড), মুহাম্মদ রাহিয়াতুল্লাহ, মফিজুর রহমান (নোয়াখালী), তাজুল ইসলাম সওদাগর (বাকলিয়া), মুহাম্মদ চিনু মিয়া (ঢাকা), আবদুল আলিম (ঢাকা), মিয়া হাজী (ঢাকা), মতিউর রহমান (ঢাকা), অধ্যক্ষ খায়রুল বশর (চন্দনাইশ), গোলামুর রহমান (মোহরা), আবদুস সামাদ (পাঠানদন্ডী), আইয়ুব আলী চৌধুরী (পটিয়া), বাদশা মিয়া (ঢাকা), সমিউল্লাহ সরদার (ঢাকা), আহমদ হোসেন আমিন (ছাগলনাইয়া), আবদুল মালেক (রাউজান), মতিউর রহমান চৌধুরী (রাঙ্গুনিয়া), ছৈয়দ আহমদ চৌধুরী (রাঙ্গুনিয়া), মাওলানা ফয়েজ আহমদ (ফটিকছড়ি), ফয়েজ উল্লাহ বি.এ. (সীতাকুণ্ড), সুলতান আহমদ (অ্যাডভোকেট, মিরসরাই), ছৈয়দ আহমদ হোসেন (হাটহাজারী), দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী (গহিরা), মফিজুর রহমান চৌধুরী (গহিরা), আবদুল আজিজ খান (কুমিল্লা), মুহাম্মদ আবদুস সামাদ (সিলেট), মুস্তাফিজুর রহমান (হালিশহর), মুহাম্মদ শরীফ সওদাগর (পটিয়া), সরু মিয়া সওদাগর (পটিয়া), আবু হানিফ খোন্দকার (গহিরা), মাওলানা আবদুল গফুর (এয়াছিন নগর), আবদুল হক কন্ট্রাক্টর (ফরিদগঞ্জ), জাফর আহমদ সওদাগর (বাকলিয়া), নূরুল আলম (সাতকানিয়া), কাজী আবদুল গণি (রাউজান), আবদুস শুক্কুর সওদাগর (শিকলবাহা), নজরুল ইসলাম (মরিয়মনগর), কবির আহমদ কন্ট্রাক্টর (মেহেদীবাগ), আমজাদ হোসেন সওদাগর (শরীয়তপুর), মহসিন আবেদ চৌধুরী (নারায়নগঞ্জ), মাস্টার এমরান আলী (রাজশাহী), কালা মিয়া (পটিয়া), মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (সাতকানিয়া), আহমদ ছফা সওদাগর (হালিশহর), আহমদ হোসেন (সোনার বাংলা সোপ, সাতকানিয়া), আলী আহমদ খান (পাঁচলাইশ), আবদুল জব্বার খাঁ (পাঁচলাইশ), ইছহাক সওদাগর (হালিশহর), আবুল বশর চৌধুরী (মুন্সীপাড়া, কর্ণেলহাট), নূরুল আমিন চৌধুরী (জোয়ারহাট), নূরুদ্দীন চৌধুরী (কাউলী), দৌলত আলী খাঁ (বোয়ালখালী), মুহাম্মদ রফিক (পাহাড়তলী), জাকের সওদাগর (বাকলিয়া), হাফেজ আহমদ (ঢাকা), রফিক আহমদ সওদাগর (কদমতলী), আরিফুর রহমান সওদাগর (চাক্তাই), আবদুস সাত্তার কন্ট্রাক্টর (বাদামতল, খাজারোড), ছিদ্দিক আহমদ শাহ (আশরাফ আলী রোড), আলহাজ্জ

ছুফী মাহমুদুর রহমান (রশিদাবাদ), নূরুল আবছার (গহিরা), মোবারক আলী চৌধুরী (তৈলার দ্বীপ), বজলুল করিম চৌধুরী (তৈলার দ্বীপ), আবদুল মজিদ সওদাগর (নাজিরপাড়া), সৈয়দ আবদুল মাবুদ (কাটিরহাট), আবদুল কুদুছ সওদাগর (আলমদার পাড়া), ডা. মোজাফ্ফরুল ইসলাম, ছৈয়দ আহমদ বি.কম. (পটিয়া), মাওলানা জাফর আহমদ (পাঁচলাইশ), এইচ. টি. হোসেন (তবলছড়ি, রাজ্জামাটি), দিদারুল আলম (চন্দনাইশ), ছিদ্দিক আহমদ সওদাগর (হাটহাজারী), লিয়াকত আলী কমিশনার (পাটলাইশ), আবুল খায়ের সওদাগর (মেখল, হাটহাজারী), মাওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী (কুয়াইশ-বুড়িশচর), কাজী আবদুল হালিম (গহিরা), মুহাম্মদ বদিউল আলম (ফেনী), মুহাম্মদ সিরাজ মিঞা (কাউলী), মুহাম্মদ দিদারুল আলম (দিদার মার্কেট), আলহাজ্ব ডা. নুরুল হুদা (বিবিরহাট) প্রমুখ।

নিয়মিত পড়ুন ও সংগ্রহে রাখুন

- ❧ ‘মাসিক তরজুমান’ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। নিকটস্থ লাইব্রেরি, বুকস্টল ও হকারের কাছ থেকে আপনার কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
- ❧ ‘মাজমু‘আহ-এ সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’
৩০ পারা দরুদগ্রন্থ, প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা, লেখক-গাউসে দাঁওরা খাজা আবদুর রহমান চৌহুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আপনার যে কোন বিপদ- আপদ, রোগ-বালাই থেকে মুক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এ অলৌকিক দরুদ গ্রন্থটি তিলাওয়াত করুন, এবং খতম আদায় করুন। উপকৃত হবেন।
উচ্ছারণসহ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
- ❧ ‘আওরাদুল্ ক্বাদেরিয়াতুর্ রহমানিয়া’: এটি সিল্‌সিলাহর মাশায়েখ হযরতে কেরামের দৈনন্দিন অযীফার এক বিরল সংকলন। যা গাউসে জামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব্ শাহ্ (রাহ.) সংকলন করেন।
- ❧ গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব
- ❧ ‘নজরে শরীয়ত’: ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অনবদ্য এক সৃষ্টি।
- ❧ ‘আমলে শরীয়ত’ (নামায শিক্ষা): ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অনবদ্য সংযোজন। শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা।
- ❧ দরসে হাদীস।